চরম ক্ষুধার মুখোমুখি গাজার প্রায় ৬ লাখ মানুষ: রাষ্ট্রসংঘ

সারে-জমিন

সিপিএম কর্মী খুনে ১২ তৃণমূল কর্মীর যাবজ্জীবন

রূপসী বাংলা

কেন আমি এআইয়ের ভবিষ্যত নিয়ে আশাবাদী

সম্পাদকীয়

পঞ্চায়েতে তালা দিয়ে বিক্ষোভ আদিবাসীদের

সাধারণ

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের 'হ্যাটট্রিক'

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২৩ ডিসেম্বর, ২০২৩
৬ পৌষ ১৪৩০
৯ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজিরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 345 ■ Daily APONZONE ■ 23 December 2023 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

পাঁচ হাজার কোটি টাকা বাংলাকে দিল কেন্দ্রীয় সরকার

আপনজন ডেস্ক: দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকের পর প্রথম রাজ্যের পাওনা টাকা মিলল কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে। তবে এই টাকা আবাস যোজনা বা একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা নয়।
রাজ্যের সামাজিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজের জন্য এই টাকা দিয়ে থাকে কেন্দ্র। সেই খাতে করের টাকা বেশ কয়েখটি রা্যেকে দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে বাংলা। বাংলা পেয়েছে ৫৪৮৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। তবে সবচেয়ে বেশি পেয়েছে যোগী অদিত্যনাতের রাজ্র উত্তরপ্রদেশ। উত্তরপ্রদেশ পেয়েছে ১৩ হাজার ৮৮ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিহার, ৭ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা। তৃতীয় মধ্যপ্রদেশ, ৫ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা। তার পরের স্থানে রয়েছে বাংলা।
বাংলার এই অর্থ প্রাপ্তি নিয়ে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছেন, কর বাবদ রাজ্যের যে পাওনা, তারই এটি অতিরিক্ত কিস্তি। এটা নিয়ম মাফিক দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নতুন কিছু নেই। আয়কর-সহ অন্যান্য খাতে রাজ্যগুলি থেকে কেন্দ্র যা সংগ্রহ করে, তার একটি অংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়। প্রতি মাসের ১০ তারিখের আশপাশে এই টাকা দেয় কেন্দ্র। তারই অংশ এটি।

যন্তর-মন্তরে প্রতিবাদ সভায় 'ইন্ডিয়া' জোটের আওয়াজ

গণতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন

আপনজন ডেস্ক: সরকারের 'স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের' হাত থেকে গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে 'ইন্ডিয়া' জোটের নেতারা শুক্রবার দিনভর রাজধানী দিল্লির যন্তর মন্তরে ধরনা দিলেন। ধরনামঞ্চ থেকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বললেন, সংসদ থেকে ১৪৬ জন সদস্যের বহিষ্কার দেশের সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোর ৬০ কোটি মানুষের অপমান। এই সরকার এইভাবে দেশের মানুষের কণ্ঠ রোধ করছে। তারা গণমাধ্যমকে মুঠোয় পুরে নিয়েছে। দেশের সব সম্পদ আদানির হাতে তুলে দিচ্ছে। ভেবেছে, এইভাবে সব স্বর স্তব্ধ করে দেবে। কিন্তু আমি নিশ্চিত, ওরা দেশের যুবসমাজকে এখনো বুঝতে পারেনি।
ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে এই বিক্ষোভ সভার আয়োজক ছিল প্রদেশ কংগ্রেস। আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধেও এত দিন সবচেয়ে সরব ছিল দিল্লির প্রদেশ নেতৃত্ব। প্রদেশ নেতৃত্ব দিল্লির শাসক দলের সঙ্গে আসন সমঝোতারও বিরোধিতা করে এসেছে এত দিন। শুক্রবার প্রথম দেখা গেল কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টির দিল্লির নেতারা এক মঞ্চে বসে একযোগে 'ইন্ডিয়া জোট জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিলেন। হাতে হাত ধরাধরি করে ঐক্যের বার্তা দিলেন।
এই সমাবেশে রাহুল বলেন, সংসদ ভবন আক্রমণের মধ্য দিয়ে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়।
প্রথমত, নিরাপত্তাব্যবস্থার গলদ। যার দায় কেন্দ্রীয় সরকারের। দ্বিতীয়ত, বিক্ষোভকারীরাই বলেছেন, তাঁরা ওই কাজ করেছেন বেকারত্বের জ্বালা থেকে, বেকারত্ব নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। অথচ দুটি বিষয়ের একটি নিয়েও এই সরকার সংসদে জবাবদিহিতে রাজি নয়; বরং সেই ন্যায্য দাবি জানানোর 'অপরাধে' বিরোধীদের বের করে দেওয়া হল। রাহুল বলেন, 'বিজেপির নেতারা নিজেদের দেশভক্ত বলে জাহির করেন। অথচ ওই হাঙ্গামার সময় সবচেয়ে আগে সভা ছেড়ে পালান বিজেপির সদস্যরাই। টিভিতে তা দেখায়নি। কিন্তু আমরা সভায় বসে তা দেখেছি।'
ইন্ডিয়া জোটের চতুর্থ বৈঠকেই ঠিক হয়েছিল শুক্রবার সব রাজ্যে বিরোধী জোটের নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে সমাবেশ করবেন। দিল্লিতেও সেই সমাবেশ হবে। ওই দাবিতে গত বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়া জোটের নেতারা সংসদ ভবন থেকে মিছিল করেছিলেন বিজয় চক পর্যন্ত। আজ সকালেই যন্তর মন্তরে উপস্থিত হন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধী, শশী থারুর, দিগ্বিজয় সিংয়ের সঙ্গে ধরনামঞ্চ ভাগাভাগি করে নেন এনসিপি নেতা শারদ পাওয়ার, সিপিএমের সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআইয়ের ডি রাজাসহ তৃণমূল কংগ্রেস, শিবসেনা, আরজেডি, জেডিইউসহ সব শরিক দলের নেতারা। জেএমএমের মহুয়া মাজি, ডিএমকের তিরুচি শিবা, আরজেডির মনোজ কুমার ঝা, তৃণমূল কংগ্রেসের মৌসুম নূর, এনসির হাসনাইন মাসুদি, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের এন কে প্রেমচন্দ্রন এবং এসপির এস টি হাসানও বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন।
প্রত্যেকেই সরকারের 'স্বৈরতান্ত্রিক' মনোভাবের সমালোচনা করে বলেন, শাসক দল গণতন্ত্রের খোলস পরে দেশকে একদর্শী করে তুলছে। নেতারা বলেন, আজ ওরা ১৪৬ জন সংসদ সদস্যকে বহিষ্কার করছে, আরও একবার ক্ষমতায় এলে সংসদকেই তুলে দেবে।
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বিজেপির পাশাপাশি সংসদের স্পিকারদেরও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, সংসদের স্পিকারকে নিরপেক্ষ হতে হয়। সাংবিধানিক পদে যিনি আসীন, তাঁকে সেই পদের মর্যাদা রক্ষা করতে শিখতে হয়। অথচ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জাতপাতের আশ্রয় নিলেন। খাড়গে বলেন, তিনি বলতে উঠলেই সরকারপক্ষের সদস্যরা তাঁকে বাধা দেন। তাই বলে তিনি কখনো বলেননি, দলিত বলে তাঁকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না।
এনসিপি নেতা শারদ পাওয়ার বলেন, সংসদ আক্রান্ত হলো অথচ তার মাশুল দিতে হলো ১৪৬ জন বিরোধী সদস্যকে। তিনি বলেন, দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুব, কোটি কোটি বেকারের কথা শোনার মতো কেউ নেই। জোটবদ্ধভাবে তাঁরাই এই সরকারের মোকাবিলা করবেন।
সিপিএমের সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, এই নৈরাজ্য থেকে পরিত্রাণের জন্যই প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করা। সেটাই আজকের দাবি।

মোদির বাড়ির সামনে পদ্মশ্রী পদক ত্যাগ বজরং পুনিয়ার

আপনজন ডেস্ক: ব্রজভূষণ শরণ সিংয়ের সহযোগী সঞ্জয় সিংকে ডব্লিউএফআই প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করার পরে বজরং পুনিয়া তাঁর পদ্মশ্রী পুরস্কার ফেরানোর ঘোষণা দেন। সেই মতো তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনের বাইরে ফুটপাথের কাছে এই পদ্মশ্রী পুরস্কারটি রেখে দিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় বজরং প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে রওনা হন, যেখানে কার্তব্য পথের বাইরে তাঁকে আটকে দেয় দিল্লি পুলিশ। এর প্রতিবাদে পুনিয়া ফুটপাথে পদ্মশ্রী পুরস্কার রেখে সেখান থেকে চলে যান। দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যে কেউ প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে পদ্মশ্রী পুরস্কার নিয়ে যাবে, এটি তাকেই দেব।
অশ্রুসিক্ত সাক্ষী মালিকে কুস্তি ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার একদিন পর বজরং প্রধানমন্ত্রী মোদীকে একটি চিঠি লিখে ডব্লিউএফআই নির্বাচন নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন।
এর আগে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে পুনিয়া সম্মানজনক এই পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণ তুলে ধরেন।
চিঠিতে বজরং পুনিয়া লিখেছেন, আমরা 'সম্মানিত' কুস্তিগীররা কিছুই করতে পারিনি। মহিলা কুস্তিগীরদের অপমান করার পরে আমি "সম্মানজনক" হিসাবে আমার জীবন যাপন করতে পারব না। এমন জীবন আমাকে সারা জীবন কষ্ট দেবে। সেই কারণেই আমি এই 'সম্মান' আপনাদের কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

কর্নাটকে হিজাব নিষিদ্ধ প্রত্যাহারের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: কর্নাটক সরকার শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে তারা শীঘ্রই হিজাব পরার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবে। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেছেন, রাজ্যে হিজাব নিষিদ্ধ করার নির্দেশ আর কার্যকর নয়। মহিলারা "যা খুশি তা পরতে পারেন।"
মহীশূরে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হিজাব নিষিদ্ধ করার ফরমান এখন আর নেই। মহিলারা হিজাব পরিধান করে যেকোনো জায়গায় যেতে পারেন। আমি নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহারে নির্দেশ দিয়েছি।এে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আপনি কীভাবে পোশাক পরেন এবং কী খাচ্ছেন তা আপনার পছন্দ। আমি কেন আপনাদের বাধা দেব? সিদ্দারামাইয়া আরও বলেন, রাজ্যের মানুষ যা খুশি তাই পরতে ও খেতে পারেন। আপনি যা চান তাই পরুন। তুমি যা চাও তাই খাও। আমি ধুতি পরেছি, আপনি প্যান্ট এবং শার্ট পরেন। এতে ভুল টা কি? ভোটের জন্য রাজনীতি করা উচিত নয়।
সিদ্দারামাইয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'সব কা সাথ-সব কা বিকাশ' স্লোগানকে 'ভুয়ো' বলে আখ্যায়িত করেছেন।
তিনি বলেন, বিজেপি মানুষকে বিভক্ত করার কাজ করছে এবং পোশাক-আশাক ও বর্ণের ভিত্তিতে সমাজকে বিভক্ত করার কাজ করছে। তাই আমি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হিজাব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বলেছি।
উল্লেখ্য, ২০২২ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধ করে।
কর্নাটক হাইকোর্টে এই সিদ্ধান্তকে আইনিভাবে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল, যেখানে নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখে বলা হয়। আদালত তার নির্দেশে বলে, "হিজাব পরা ইসলামের অপরিহার্য ধর্মীয় অনুশীলন নয়" এবং যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব নির্ধারিত রয়েছে সেখানে ইউনিফর্ম ড্রেস কোড অনুসরণ করা উচিত।
প্রাথমিকভাবে উদুপি প্রি-ইউনিভার্সিটি গার্লস কলেজের ছয় জন ছাত্রীর দ্বারা শুরু হওয়া হিজাব বিতর্কটি গত বছর কর্নাটকে ব্যাপক সংকটে পরিণত হয়েছিল। হিজাব ছাড়া ক্লাসে যেতে অস্বীকৃতি জানানো শিক্ষার্থীরা এখনও বলে আসছে যে সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায় না আসা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে। বিষয়টি নিয়ে বজরং দল ময়দানে নামায় সাম্প্রদায়িক মোড় নেয় এবং এর ফলে কর্নাটকের বিভিন্ন সহিংসতার ঘটনা ঘটে।

অনাথ হিন্দুর শেষকৃত্য সম্পন্ন করে সম্প্রীতির নজির মুসলিমের

আপনজন ডেস্ক: কেরালার একটি মুসলিম পরিবার একজন হিন্দু ব্যক্তির শেষকৃত্য করছে।
কেরালার দক্ষিণ রাজ্যের মালাপ্পুরম জেলার একটি মুসলিম পরিবার কয়েক দশক ধরে তাদের বাড়িতে এক হিন্দু ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছিল, তাকে লালন-পালন করেছিল এবং কখনও মনে করতে দেয়নি যে সে তার অন্তর্গত নয়।
কিছুদিন আগে রাজন নামের লোকটি মারা গেলে, মুসলিম পরিবার হিন্দু রীতি অনুযায়ী তার ক্রিয়া করম (শেষ আচার) করে এবং এখন তার ছাই জলে ভাসানোর জন্য অপেক্ষা করছে।
ভাথানশ্রী রাজন মূলত পালাক্কাদ জেলার বাসিন্দা এবং অল্প বয়সেই তার বাবা-মাকে হারিয়েছিলেন।
প্রায় চার দশক আগে, যখন কেভি মুহাম্মদ, একজন মালাপ্পুরম সামাজিক কর্মী এবং স্থানীয় কংগ্রেস রাজনীতিবিদ, তাকে পুথানাথনিতে রাস্তার ধারে দেখেছিলেন যখন তিনি সেখানে খাবারের জন্য থামলেন। রাজন ক্ষুধার্ত ছিল, কোন কাপড় ছিল না এবং অত্যন্ত দুর্বল লাগছিল। তখন মুহাম্মদ সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি ছেলেটিকে নিয়ে লালন পালন করবেন। এই ঘটনার ঊনচল্লিশ বছর পর, মুহাম্মদের বাড়িতে রাজনের মৃত্যু হয়। যদিও মুহাম্মদ নিজেই বহু বছর আগে গত হয়েছে।
৬২ বছর বয়সী রাজনের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন মুহাম্মদের বড় ছেলে আলামুন নারানী পূজা। ইংরেজি দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এ ব্যাপারে লিখেছে, আলামাউন বলেছেন তার হিন্দু ভাইয়ের শেষকৃত্য সম্পাদন করার সময়, তিনি তার বিশ্বাসকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে রেখেছিলেন। কেরালার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই গল্প কারিয়াকারমে শেষ হয়নি। দাহের পরে, ভক্তরা এখন তাদের প্রিয় "ভাই" এর ছাই সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করছেন, যা তারা ভারত পূজা নদীতে ভাসবেন।
আলামাউন জানান, তার বাবা রাজনকে খাওয়ানোর পর তাকে তার গ্রামে যেতে বলেন। কিন্তু রাজন উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে। সে আবার ঘোরাঘুরি করছে দেখে মুহম্মদ তার সম্মতির পর তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যান। কানমাচথু ভেল্লাপালে মুহাম্মদের বাড়িতে রাজন নতুন জীবন শুরু করেন। জাহান মুহাম্মদের ছয় মেয়ে ও এক ছেলে। পরিকল্পনা ছিল রাজনকে কয়েকদিন পর দেশে ফেরত পাঠানোর, কিন্তু যুবকটির বাড়ি ফেরার মতো কোনো জায়গা না থাকায় ধীরে ধীরে রাজন তাদের সাথে মিশে যান ও পরিবারের সদস্য হয়ে যান। অবশেষে চিরবিদায় নিলেন রাজন।

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো • এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে
মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ
আল-কুরআন
অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ:)
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ
- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সূরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ
সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্ট প্যাকসহ ১৪০০

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :
- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০
- বজ্রকলম ২৫০
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০
- পুস্তক সম্রাট ৯০
- অনন্য জীবন ১৫০
- মুসাফির ১১০
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

ভর্তি চলিতেছে
Class Nursery to XII (Proposed)
আমাদের বৈশিষ্ট্য
- CBSE Curriculum
- অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা
- বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

প্রথম নজর

শুরু বর্ধমান আরামবাগ রোড চওড়া করার কাজ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বহু প্রতীক্ষার পর শুরু হয়েছে বর্ধমান আরামবাগ রোডের সম্প্রসারণের কাজ। মাটি তোলার কাজ চলছে দু দিক দিয়ে ১০ মিটার করে। এতে রাস্তা যেমন বাড়বে দুর্ঘটনা অনেক কমবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। ভারতবর্ষের অন্যতম ব্যস্ততম রোড হচ্ছে বর্ধমান আরামবাগ রোড ।সেই রোডে দখল যুক্ত থাকার কারণে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা লেগেই থাকতো বহু মানুষের প্রাণহানির ঘটনা ঘটতো। প্রায় ৩২ কিলোমিটার রাস্তার জন্য ৭৮ কোটি টাকা অনুমোদন হয়েছে ।যদিও এই রাস্তা সম্প্রসারণ এ খুশি নয় ফুটপাথ দখলকারীরা ।যারা বহুদিন ধরে রাস্তা আটকে ব্যবসা বাণিজ্য করছিলো।কাজ শুরু হওয়ায় দক্ষিণ দামোদর এর রায়না ,খন্ডঘোষ ,মাধবডিহি সহ বাঁকুড়া ও হুগলির কিছু অংশের মানুষ ব্যাপক উপকৃত হবে । কোলকাতা,হলদিয়া যাবার রাস্তা মানুষের জন্য আরো প্রশস্ত হবে ।

বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: পাঁচপাড়া অঞ্চলের এ এন ওয়েলফার ট্রাস্টের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার পার্থ প্রতিম সেন নারায়ন হসপিটাল, হাওড়া জেলা পরিষদের সেক্রেটারি শেখ রাকিবুর রহমান, শাহিন আলম সরদার (ডেপুটি এক্সসাইজ কালেক্টর হুগলি রুরাল), নাখোদা মসজিদের ইমাম মাওলানা শফিক কাসেমী, আবুল হোসেন মন্ডল, ট্রাস্টের সম্পাদক রেজাউল করিম,সুবিদ আলী, সেখ সাজাহান,সেখ আজিজুল ইসলাম,সহ সমাজের বিশিষ্টজনেরা। শিবিরের তত্ত্বাবধানে ছিলেন এমপি বিড়লা আই ক্লিনিক (কলকাতা) অরবিন্দ আই হসপিটাল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে পাঁচপাড়া ফুটবল ক্লাব।

চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে ব্রাত্যর বৈঠকে কুনাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সাথে বৈঠক করতে বিকাশ ভবনে এলেন আন্দোলনরত এস এলএসটি উত্তীর্ণ নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির চাকরিপ্রার্থীদের ৭ জনের একটি প্রতিনিধি দল। চাকরির দাবিতে দীর্ঘ হাজার দিনের বেশি দিন ধরে কলকাতায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে আন্দোলনরত তারা। চলতি মাসের ১১ তারিখ বিকাশ ভবনে শিক্ষা মন্ত্রীর সাথে বৈঠকে বসেন চাকরি প্রার্থীরা। বৈঠকে চাকরি প্রার্থীদের সাথে এসেছিলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। আজ আবার চাকরি প্রার্থীদের সাথে বিকাশ ভবনে বৈঠক করেন শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

শুক্রবারের বৈঠকে ছিলেন কুনাল ঘোষ, শিক্ষা দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, এস এস সির চেয়ারম্যান, মধ্যশিক্ষা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি এবং শিক্ষা দফতরের লিগ্যাল সেলের আধিকারিকরা। শুক্রবার দুপুরে বিকাশ ভবনে শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সাথে বৈঠকে বসেন কলকাতায় গান্ধী মূর্তি পাদদেশে এস এল এস টি আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের ৭ জনের একটি প্রতিনিধি দল। ১১ ডিসেম্বর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে আন্দোলনরত এসএলএসটি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির চাকরিপ্রার্থীদের বৈঠক হয়। সেদিন সিদ্ধান্ত হয় ২২ ডিসেম্বর পরবর্তী বৈঠক হবে। সেই মত শুক্রবার দুপুরে বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সাথে বৈঠকে বসেন এস এল এস টির আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের প্রতিনিধি দল। বৈঠকে ছিলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। বৈঠকের পর চাকরি প্রার্থীরা জানান, ১ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে আশাবাদী তারা।

শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা বলা সম্ভব নয়।

প্রাথমিক শিক্ষিকাকে গাছের ডাল ভেঙে মারধর করার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: স্কুল শিক্ষিকার অভব্য আচরণ গাছের ডাল ভেঙে মারধর। ঘটনায় আহত শিক্ষিকা গুরুত্বর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন মালদহ শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের হবিবপুর থানার চকসাপুর এলাকায়।ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হবিবপুর থানায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে,ওই আহত শিক্ষিকার নাম তিশিতা কুন্ডু (৩১)।স্বামী রিতেশ কর্মকার। বাড়ি মালদা ইংরেজবাজার থানার বি এস রোডে। আহত শিক্ষিকা হব্বিপুর থানার চকসাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। অভিযুক্তর নাম সত্যজিৎ রায়। ২০১৭ সালে শিক্ষিকা চকসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদন করেন। অভিযোগ, এরপর থেকে স্থানীয় সত্যজিৎ রায় নামে

এক ব্যক্তি শিক্ষিকার ওপর নজর রাখতেন এবং উত্যক্ত করতেন। যদিও তাকে এই বিষয় বলা হলে তিনি আর কিছু বলতেন না। প্রতিদিনের মত শুক্রবার সকালে শহর থেকে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। এরপর হব্বিপুর এলাকায় স্কুলে যাচ্ছিলেন জমির আল দিয়ে। যাওয়ার পথে জমিতে জুতো খুলে দূরে পড়ে যান। সেখানে জমিতে কাজ করছিলেন সত্য। ওই শিক্ষিকা তাকে জুতে দিতে বলায় সত্য শিক্ষিকার ওপর চড়াও হয় এরপর গাছের ডাল ভেঙে মারধর শুরু করে। ঘটনা দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে আসতেই অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। গুরুত্বর আহত ওই শিক্ষিকাকে উদ্ধার করে স্থানীয় বুলবুলচন্ডি আর এন রায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। বুলবুলচন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থানান্তরিত করেন। বর্তমানে শহরের এক বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসসাধীন। এই ঘটনার পেছনে অন্য কোন কিছু রয়েছে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

এই বিষয়ে হাবিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আহত শিক্ষিকার পরিবার। কেন এইভাবে গাছের ডাল দিয়ে শিক্ষিকাকে বেধরক মারধর করা হল তা পরিষ্কার হয়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নদিয়ায় শুরু হল নদী ভাঙন রোধের কাজ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শুরু নদীর পার ভাঙন প্রতিরোধের কাজ। হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের, অন্তর্গত নতুনগ্রাম এবং চৌধুরীপাড়া এলাকায় ১২০০ মিটার নদী পার বাঁধানোর কাজ শুরু হল।যদিও রাজ্যের শেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক এবং শান্তিপুর বিধানসভা বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামীর উদ্যোগে নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে এলাকাকে রক্ষা করার জন্য,নদীর পাড় বাঁধানোর কাজ শুরু হয়।এ বিষয়ে শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রোজ কিশোর গোস্বামী জানান, এই কাজটি ৫৪৫ দিন ধরে চলবে। প্রথম পর্যায়ে এখন বালির বস্তা ফেলে কাজ শুরু হল পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে পাকাপোক্তভাবে এই নদীর পাড় বাঁধানোর কাজ সম্পন্ন হবে। যদিও হরিপুর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষ এই নদী ভাঙ্গনের কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। এবার এই নদীর পাড় বাধানোর কারণে তারা অনেকটাই উপকৃত

দুয়ারে শিবির পরিদর্শনে জেলাশাসক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শন করলেন জগদীশ প্রসাদ মীনা (আইএএস), জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক, লালবাগ এসডিও, বিডিও সহ ইমাম সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক সহ প্রমুখরা।মূলত যাতে করে রাজ্যের মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর দুয়ারে সরকার শিবিরে সঠিক ভাবে যেনো পরিষেবা পায় সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এদিন দুয়ারে সরকার শিবিরে ঘুরে ঘুরে।

বারাসতে ১০ জানুয়ারি হবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া

বিশেষ প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: প্রতিটি জেলায় মাদ্রাসা ক্রীড়াকে সফলভাবে রূপায়ণ করার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা স্তরে মিটিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া কমিটির উদ্যোগে সংখ্যালঘু ভবনে এই বিষয়ে এক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিটিংয়ে সকলের উপস্থিতিতে স্বাগত জানানো হয় পুনঃনির্বাচিত জেলা ক্রীড়া কমিটির চিফ প্যাট্রন তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদকে। সকলের প্রচেষ্টায় বিগত বছরগুলির মতো এবারও অত্যন্ত সফলভাবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা গেমস এন্ড স্পোর্টস রূপায়িত হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন এ কে এম ফারহাদ। এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা মাদ্রাসা গেমস এন্ড স্পোর্টস কমিটির কনভেনার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুল (মাধ্যমিক) মৌসুমী সরকার, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার কার্তিক চন্দ্র পাল, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা মাদ্রাসা গেমস এন্ড স্পোর্টস কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি নুরুল হক, শওকত হোসেন পিয়াদা, জেলা মাদ্রাসা গেমস এন্ড স্পোর্টস কমিটির সদস্য কুতুব আকতার,শাহাবুদ্দিন চৌধুরী,মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান,হাফিজুর রহমান, আব্দুল খালেক খান, অমিত মন্ডল, শম্পা পাত্র প্রমুখ।

সিপিএম কর্মীকে পিটিয়ে খুনের দায়ে ১২ জন তৃণমূল কর্মীর যাবজ্জীবন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরের দিনে এক সিপিএম কর্মীকে পিটিয়ে খুন করার অপরাধে ১২ জন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করলো রামপুরহাট মহকুমা আদালতের বিচারক। রামপুরহাট মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক গুরুদাস বিশ্বাস এই সাজা ঘোষণা করেন।উল্লেখ্য ২০১৩ সালের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরদিন ২৩ জুলাই বীরভূমের রামপুরহাট থানার সইপুর গ্রামে সিপিএম কর্মী আঠাশ বছর বয়সি হুমায়ূন মীরের উপর চড়াও হয়ে তাকে বাঁশ, লাঠি সহ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করা হয়।গুরুতরভাবে জখম অবস্থায় তাকে স্থানীয় রামপুরহাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে যারফলে সেখান থেকে ২৪ জুলাই বর্ধমান মেডিক্যাল

কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেদিনই রামপুরহাট থানায় ১৪ জনের নামে দাদাকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের বোন জেসমিনা খাতুন। অভিযোগের ভিত্তিতে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে ১৪ জন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। মামলা চলাকালীন দুজন অভিযুক্তের মৃত্যু হয়। গত ২০ জুলাই আদালতের বিচারক ১২ জন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আজ শুক্রবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক গুরুদাস বিশ্বাস অভিযুক্ত ১২ জনকেই যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সাজা ঘোষণা করেন।একান্ত সাক্ষাৎকারে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনালেন সরকারি আইনজীবী অতিন্দ্র কুমার মণ্ডল ওরফে মোহন মণ্ডল।

আনন্দ উৎসবে মুখরিত হল বিষ্ণুপুরের পর্যটন মেলা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আনন্দ উৎসবে মুখরিত হল চারিদিক শুরু হলো ৩৬ তম বিষ্ণুপুরে পর্যটন মেলা, উদ্বোধন করলেন ভার্চুয়ালি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বিষ্ণুপুর মেলার ৩৬ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য কোন মুখ্যমন্ত্রী এই মেলার উদ্বোধন করলেন, ধামসা মাদলের আদিম তালে বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদী সংগীতের সুরে হস্তশিল্প ও পটচিত্রের বর্ণময় বিন্যাসে পুরুলিয়া ছৌ নৃত্যের মধ্য দিয়ে শুরু হলো ঐতিহ্যমন্ডিত একটা সময়ের মল্লরাজাদের রাজধানী মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে ৩৬ তম পর্যটন মেলা, মেলায় রয়েছে ৫০০র অধিক স্টল, ২০০র অধিক রয়েছে সরকারি স্টল, রয়েছে কুটির শিল্প হস্তশিল্পের বিভিন্ন সম্ভার, সবমিলিয়ে শহরবাসী থেকে শুরু করে পর্যটক প্রত্যেকেই জমি উপভোগ করবে এই পর্যটন মেলা ২১শে ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

বহরমপুর মেডিকেল হাসপাতালে রোগী ও তার পরিজনদের হেনস্থা!

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাতৃমা বিভাগে রোগী এবং পরিজনদের সাথে করা হচ্ছে দুর্ব্যবহার এছাড়াও সঠিকভাবে চিকিৎসা না পাওয়া সহ একাধিক অভিযোগ উঠলো মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে।

জানাগিয়েছে শুক্রবার একজন আইনজীবি তার বোনকে নিয়ে মাতৃমা তে ভর্তি করায়সময় কর্তব্যরত সিকিউরিটিকে সাহায্য চাইলে কোন সাহায্য করেনি উপরন্তু তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। বলতে গিলে অসুস্থ মাকে চিকিৎসা পরিসেবা বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর মাতৃমা চত্বরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে বহরমপুর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতিনিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি অন্য প্রসূতিদের আত্মীয়রাও একাধিক অভিযোগ করেন।

মাঘন নামে এক মহিলা বলেন, “আমার মেয়েকে চারদিন আগে ভর্তি করেছি সুস্থ অবস্থায় অথচ গতকাল বাচ্চা মারা গেছে বলে ডাক্তারেরা জানলেও এখনো পর্যন্ত দেখা করতে দিচ্ছি না। কিছু বলতে গেলেই ধুমকি দিয়ে বের করে দিচ্ছে। এছাড়াও একাধিক মারাত্মক অভিযোগ তুললেন রোগীর আত্মীয়রা থেকে চিকিৎসা ও পরিসেবার দিকে আঙুল তুলছেন সাধারণ মানুষ।

বেশ কিছুদিন আগে ১০ জন শিশু মৃত্যুর খবরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। সাধারন মানুষ বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী স্বপ্নের প্রকল্প মুর্শিদাবাদের একমাত্র মেডিকেল কলেজ ও সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের যদি এই হাল হয়, তবে সাধারন মানুষের চিকিৎসা কিভাবে হবে এইটাই এখন বড় প্রশ্ন।

হেরিটেজ তকমা, তবু কোচবিহারের মসজিদের সামনে আবর্জনার স্তূপ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: কোচবিহার হেরিটেজ শহর হিসেবে ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে। হেরিটেজ স্থাপত্য গুলো মর্যাদা রক্ষা জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সেই টাকা দিয়ে ইতিমধ্যেই জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে হেরিটেজ কমিটি কাজ শুরু করে দিয়েছে। হেরিটেজ স্থাপত্য গুলোর মধ্যে জায়গা পেয়েছে শতাব্দী প্রাচীন কোচবিহার পুরান মসজিদ। এই মসজিদের সামনে নোংরা আবর্জনা ফেলার স্তূপ বছরের পর বছর যেমন চলে আসছে তেমনটি বর্তমানেও রয়েছে।

পথ চলতি মানুষরা মসজিদের ঠিক সামনের রাস্তার ওই পারে মুত্র ত্যাগ করার জায়গায় পরিনত করেছে। কোচবিহার পৌরসভার তরফে জায়গাটি পরিষ্কার করার স্থায়ী কোনো পদক্ষেপ না নেয়ায় অভিযোগ। বিশিষ্ট সমাজ সেবী কাওছার আলম বেপারী বলেন, ছাত্র জীবন থেকে দেখে আসছি এখানে নোংরা ফেলার জায়গায় পরিণত করা হয়েছে, বর্তমান পৌর প্রশাসনের প্রতি আমার অনুরোধ বিষয়টির স্থায়ী সমাধানের জন্য উক্ত স্থানে আবর্জনা না ফেলার ও মূত্রত্যাগ না করার জন্য পৌরসভারত তরফে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা ফিরোজ রহমান বলেন, কোচবিহার শহরে এসে হেরিটেজ স্থাপত্যের সামনে এরকম অবস্থা দেখে সত্যিই কষ্টকর। কোচবিহার শহরের বাসিন্দা দীপেন রায় বলেন, মসজিদের সামনে এরকম আবর্জনার স্তূপ ও মূত্রত্যাগ কোনোমতেই কাম্য নয়।

হিঙ্গলগঞ্জ কলেজে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস নিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হিঙ্গলগঞ্জ

আপনজন: গত ১০ ডিসেম্বর ছিল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। সেই উপলক্ষে গতকাল হিঙ্গলগঞ্জ কলেজে আই.কিউ.এ.সি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। প্রধান আলোচক বারাসাতের ‘পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়’এর উপাচার্য অধ্যাপক রাজকুমার কোঠারী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিজস্ব মানবাধিকার প্রয়োগের নীতি নিয়েও ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করেন। স্থানীয় বিধায়ক তথা পরিচালন সমিতির সদস্য দেবেশ মণ্ডল কলেজে আরও বেশি বেশি করে এই ধরণের সেমিনার, বিশেষ বক্তৃতামালা আয়োজনের জন্য আশ্বাস দেন।

‘সারা পৃথিবীতে মানবাধিকার আজ লঙ্ঘিত। বিশেষ করে শিশুদের অধিকার তো ভূলুণ্ঠিত। মানবাধিকার সংস্থাগুলির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘকে এ বিষয়ে কড়া নজরদারি চালাতে

হবে।’ গতকালের আলোচনা সভায় উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে এই কথাগুলি বলেন কলেজের অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দীন। কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য তথা হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সুদীপকুমার মন্ডল নতুন নতুন বিষয় পড়ার যে সুযোগ এখন ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছেন সেই সুযোগ গ্রহণ করে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেদের উপযোগী করার আহ্বান জানান। এদিনের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শ্রীমন্তী সরকার, কলেজের আইকিউএসি-র সঞ্চালক শামীম ভড়। প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ গোলাম মার্তুজার নেতৃত্বে এনসিসি-র স্বেচ্ছাসেবকরা অতিথিদের স্বাগত জানান। সভার শুরুতে অতিথিদের কলেজের পক্ষ থেকে বরণ করে নেন অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দীন, শামীম ভড়, মনামী মুখার্জী, ঈশিতা দে, নীলাদ্রি শেখর সিংহ, সৌমিতা মল্লিক, পারমিতা সরকার, সুমন তামাঙ ও স্বপনকুমার পাল। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত নিবন্ধক তপন দত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তুকার তথা পরীক্ষা সমূহের নিয়ামক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সৈকতরঞ্জন ঘোষ। আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন কিঙ্কর মণ্ডল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পল্লবী সিনহা দাস।

কাউন্সিলরকে প্রাণে মারার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: জঙ্গীপুর পৌরসভা থেকে কাজ সেরে বাড়ি যাওয়ার পথে হঠাৎ বাইক আটকে জঙ্গিপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা জঙ্গিপুর পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ফিরোজ শেখকে মারধর করে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ। চলে ব্যাপক মারধোর। শুক্রবার বিকেল নাগাদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর পৌর এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় আক্রান্ত ওই তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ফিরোজ সেখকে প্রথমে জঙ্গিপুর

মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে পরে পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের রেফার করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। কে বা কারা ওই তৃণমূল নেতাকে মারধর করেছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।

প্রথম নজর

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় পেলেন সেই খাশোগির স্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি আরবের কনস্যুলেটের ভেতরে হত্যার শিকার সৌদি সাংবাদিক জামাল খাশোগির স্ত্রী হানান এলাতার যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছেন। ২০১৮ সালের অক্টোবরে খাশোগিকে হত্যা করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, খাশোগি হত্যাকাণ্ডের পেছনে সৌদি আরবের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দারাও মনে করছেন, খাশোগি হত্যার পেছনে দেশটির ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান জড়িত। জামাল খাশোগির স্ত্রী হানান এলাতার ২০২০ সালের আগস্টে আমেরিকায় পাড়ি জমান। এরপর জীবন সংশয়ের কথা উল্লেখ করে দেশটিতে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেন তিনি। নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, হানান এলাতারের রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন গত ২৮ নভেম্বর মঞ্জুর করেছে মার্কিন প্রশাসন। হানান এলাতার বলেছেন, আমরা জয়ী হয়েছি। হ্যাঁ, ওরা জামালের জীবন কেড়ে নিয়েছে। আমার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা জয়ী হয়েছি। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, হানান এলাতার দীর্ঘ ২৫ বছরের বেশি সময় সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাস করেছেন। এরপর তিনি মিশরে চলে যান। খাশোগি হত্যার পর তিনি পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। এরপর সেখানে তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থণা করেন। আবেদনে উল্লেখ করেন মিশরে ফিরে গেলে তার জীবনের নিরাপত্তা থাকবে না।
হানান এলাতার এমিরেটস এয়ারলাইনসের ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট ছিলেন। চাকরি ছেড়ে বর্তমানে আমেরিকার মেরিল্যান্ডে থাকছেন।

গাজায় যুদ্ধাপরাধ তদন্তের ডাক রাষ্ট্রসংঘের

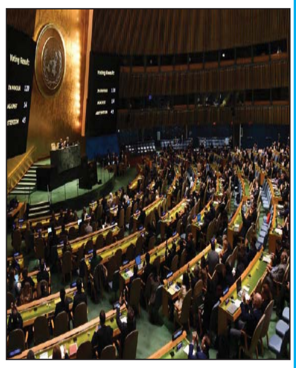

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হাতে নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি হত্যার ঘটনায় 'সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ' তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ।
বুধবার এক বিবৃতিতে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশন ইসরায়েল সরকারের প্রতি এ আহ্বান জানিয়েছে। ইসরায়েলি বাহিনী মঙ্গলবার গাজা সিটির রেমাল এলাকায় আনান ভবন হিসেবে পরিচিত একটি আবাসিক ভবনে ঢুকে ১১ ফিলিস্তিনি পুরুষকে সারি করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। অভিযোগ ওঠেছে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী অভিযানের নামে ওই ভবনে ঢুকে এবং ভবনটির বিভিন্ন ফ্ল্যাটে গিয়ে গিয়ে নারী-পুরুষ ও শিশু সবাইকে ধরে এনে এক জায়গায় জড়ো করে। একপর্যায়ে পুরুষদের আলাদা করে নারী-শিশু স্বজনদের চোখের সামনেই 'মৃত্যুদণ্ড কার্যকর' করার মতো তাদের গুলি করে হত্যা করে। রাষ্ট্রসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার (ওএইচসিএইচআর) কার্যালয় বলেছে, ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় অন্তত ১১ ফিলিস্তিনির 'সংক্ষিপ্ত মৃত্যুদণ্ড' কার্যকর করার মাধ্যমে 'সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ' করেছে। এ ঘটনায় একটি স্বাধীন তদন্ত করতে হবে। ওএইচসএইচআর বুধবার আনুষ্ঠানিক এক বিবৃতিতে বলেছে, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে এ অভিযোগগুলোর একটি স্বাধীন, পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং কার্যকর তদন্ত প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং যদি অপরাধ প্রমাণিত হয়, তাহলে দায়ীদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে। ইসরায়েল সরকারকে এই ধরনের গুরুতর লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
ইসরায়েলি বাহিনীর ওই অভিযানে বেঁচে যাওয়া ও আহত বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ইসরায়েলি সৈন্যরা আবাসিক বিল্ডিং ঘেরাও করে গুলি চালাতে থাকে। একপর্যায়ে ভবনের ভেতরে প্রতিটি কক্ষে ঢুকে নারী ও শিশুদের থেকে পুরুষদের আলাদা করে। পরিবারের সদস্যদের সামনে সেনারা ১১ জনকে গুলি করে হত্যা করে। পুরুষদের বয়স ২০ থেকে ৩০ এর মধ্যে। গুলিতে আহত এক নারী বলেন, সেনারা আমাদের ঘরে ঢুকে পুরুষ ও সন্তানদের আলাদা করে ফেলে। আমার শ্বশুর ও ছেলেকে গুলি করে তাৎক্ষণিক হত্যা করে।
তিনি বলেন, সৈন্যরা প্রত্যেক বাড়িতে জোর করে ঢুকে পড়ে, পুরুষদের হত্যা করে এবং নারী ও শিশুদের আটক করে। তাদের হদিস আমরা জানি না। তারা ভবনের প্রত্যেক তলায় একই কাজ করেছে।

চরম ক্ষুধার মুখোমুখি গাজার প্রায় ৬ লাখ মানুষ: রাষ্ট্রসংঘ

আপনজন ডেস্ক: গাজার অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি ছিটমহলের ৫ লাখ ৭৬ হাজার ৬০০ জনের বেশি মানুষ চরম ক্ষুধার সম্মুখীন বলে বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ।
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি), রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি) এক প্রতিবেদনে বলেছে, 'গাজার সমগ্র মানুষ তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সংকটে রয়েছে। এখানে মোট জনসংখ্যা প্রায় ২২ লাখ।'
আইপিসি একটি মাল্টি-স্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক মান অনুযায়ী ক্ষুধা সংকটের তীব্রতা ও মাত্রা নির্ধারণ করতে ডেটা বিশ্লেষণ করে থাকে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজার ২৬ শতাংশ যা প্রায় ৫ লাখ ৭৬ হাজার ৬০০ জন লোক, তাদের খাদ্যের যোগান ও ক্ষুধা মোকাবিলার সক্ষমতার শেষ পর্যায়ে। তারা বিপর্যয়কর ক্ষুধা (আইপিসি ফেজ ৫) ও অনাহারের মুখোমুখি। ডব্লিউএফপি-এর নির্বাহী পরিচালক সিন্ডি ম্যাককেইন বলেছেন, "ডব্লিউএফপি কয়েক সপ্তাহ ধরে এই আসন্ন বিপর্যয়ের বিষয়ে সতর্ক করেছে। দুঃখজনকভাবে, গাজার পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়।
এখানকার কেউই অনাহার থেকে সুরক্ষিত নয়। সকলেই চরম ক্ষুধার্ত। যদি তীব্র সংঘাত চলমান ও সহায়তা সীমিত আকারে প্রবেশ করলে আগামী ছয় মাসের মধ্যে এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি রয়েছে বলে সতর্ক করেছে আইপিসি।
ডব্লিউএফপি খাদ্য নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন, গাজাবাসীরা তাদের সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করেছে, জীবিকা ধ্বংস হয়ে গেছে, বেকারি ধ্বংস হয়ে গেছে, দোকানগুলো খালি ও পরিবারগুলো খাবার পাচ্ছে না। বাসিন্দারা ডব্লিউএফপি কর্মীদের বলেছিল, তারা প্রায়শই সারাদিন না খেয়ে থাকে এবং অনেক প্রাপ্তবয়স্ক ক্ষুধার্ত থাকে। বিনিময়ে তারা শিশুদের খাবার দেওয়ার চেষ্টা করে নিজেরা না খেয়ে। ১২ ডিসেম্বর ইসরায়েল গাজার ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের সরাসরি মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য কেরাম শালোমে তার সীমান্ত ক্রসিং খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
কেরাম শালোম ক্রসিংকে ফিলিস্তিনিরা কারম আবু সালেমও বলে। এটি গাজার একমাত্র বাণিজ্যিক ক্রসিং। গাজায় ৬০ শতাংশের বেশি সহায়তা চলমান সংঘাত শুরুর আগে এই টার্মিনালের মধ্য দিয়ে যেত।
গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় গুলি চালিয়েছে। এতে প্রায় ২০ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। আহত হয়েছে ৫২ হাজারের বেশি।

গাজায় ২০০০ পাউন্ডের শত শত অতি বিধ্বংসী বোমা ফেলেছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় চলমান অভিযানের প্রথম মাসে শতাধিক ২০০০ পাউন্ড বোমা ফেলেছে ইসরায়েলের বিমান বাহিনী (আইএএফ)। গাজার বিভিন্ন এলাকার স্যাটেলাইট ইমেজ বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম সিএনএন। এক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান সিনথেটিক। সিএনএন জানায়, ২০০০ পাউন্ড বোমার ওজন-আকৃতি বিশাল এবং এটি ব্যাপক প্রানঘাতী বিস্ফোরক। এক একটি বোমার ওজন ২০০০ পাউন্ড বা ৯০৯ কেজির বেশি। যে এলাকায় এই বোমাটি ফেলা হয়, তার চারপাশের ১ হাজার ফুট দূরত্বের মধ্যে অবস্থানকারী লোকজনকে এটি নিহত এবং গুরুতর আহত করতে সক্ষম। ইসরায়েলি বাহিনীর গত দুই মাসের অভিযানে গাজায় যে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তার বড় একটি কারণ এসব বোমা। সাধারণত বড় ধরনের সামরিক অভিযানে ২০০০ পাউন্ড বোমা ব্যবহার করা হয়। গত দশকে ইরাক ও সিরিয়ায় আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) বিরুদ্ধে এই বোমা ব্যবহার করেছিল যুক্তরাষ্ট্র।
তবে ইসরায়েলি বাহিনীর সূত্রে সিএনএন জানতে পেরেছে, গাজায় যেসব বোমা ব্যবহার করেছে ইসরায়েলের বিমানবাহিনী (আইএএফ), সেগুলো মার্কিন বাহিনীর ব্যবহৃত বোমাগুলোর তুলনায় চার গুণ বেশি ধ্বংসাত্মক।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক যুদ্ধবিরোধী প্রচারণা সংস্থা সিভিকের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা জন চ্যাপেল সিএনএনকে বলেন, 'গাজার মতো একটি ব্যাপক ঘণবসতিপূর্ণ এলাকায় ২০০০ পাউন্ড বোমা ফেলা আর সেই উপত্যকাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার মধ্যে তেমন কোনো তফাত নেই। যুদ্ধের পর গাজা উপত্যকাকে পুরোপুরি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে দশকের পর দশক লেগে যাবে।'
বহু বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর চালানো নির্যাতন, গণহত্যা ও ভূমি দখলের প্রতিবাদে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় ইরেজ সীমান্তে অতর্কিত হামলা চালায় হামাস যোদ্ধারা। তারপর ওই দিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বিমান বাহিনী। পরে ২৮ অক্টোবর থেকে অভিযানে যোগ দেয় স্থল বাহিনীও।
ইসরায়েলি বাহিনীর টানা দেড় মাসের অভিযানে কার্যত ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে গাজা উপত্যকা, নিহত হয়েছেন ২০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি। এই নিহতদের ৭০ শতাংশই নারী, শিশু,অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক লোকজন।
সেই সঙ্গে আহত হয়েছেন আরো ৫২ হাজার ৫৮৬ জন এবং এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ৬ হাজার ৭০০ জন।। এছাড়া হাজার হাজার পরিবার বাড়িঘর-সহায় সম্বল হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন স্কুল, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে।

গাজায় গণহত্যা নিয়ে বৈশ্বিক নিষ্ক্রিয়তার নিন্দা করলেন এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় গত ৭ অক্টোবর থেকে বর্বরতা চালাচ্ছে ইসরায়েল। নজিরবিহীন হামলায় এ পর্যন্ত ২০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তবে আন্তর্জাতিকভাবে এখনো কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে বিশ্ব। গাজা যুদ্ধ বন্ধে বিশ্ব এখনো কোনো পদক্ষেপ না নেয়ায় হতাশা প্রকাশ করলেন প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগান।
বুধবার (২০ ডিসেম্বর) দেশটির একটি বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তুর্কি প্রেসিডেন্ট গাজার ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে একে মানবতার জন্য লজ্জাজনক আখ্যায়িত করে বলেন, ইসরায়েল যখন গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে তখন বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলো নিষ্ক্রিয়। এটা খুব লজ্জাজনক।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ধর্মতত্ত্ববিদ সুলেমান উলুদাগ, ইতিহাসবিদ আলী বিরিঞ্চি, গায়ক এমেল সাইন, চিত্রশিল্পী আলহামি আতালে, পরিচালক সামি সেকেরোগ্লু, ডিজিটাল শিল্পী রেফিক আনাদোল, স্থপতি সিনান জেনিম এবং লেখক নাজান বেকিরোগ্লুসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
ওই অনুষ্ঠানে এরদোগান আরো বলেন, বিশ্বে আমরা এমন অনেক দেশ দেখি, যারা স্থাপত্য থেকে শুরু করে সাহিত্য পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। কিন্তু আমরা আমাদের সংকীর্ণমনতার কারণে পিছিয়ে আছি।

ইসরায়েলের অভিযান বন্ধ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই: আবু উবায়দা

আপনজন ডেস্ক: ইজ্জুদ্দিন আল কাসাম ব্রিগেডের সামরিক মুখপাত্র আবু উবায়দা ইসরায়েলের উদ্দেশ্যে জোর দিয়ে বলেছেন যে, বন্দীদের মুক্তি পেতে অবশ্যই ফিলিস্তিনিদের সকল দাবি পূরণ করতে হবে। এসময় সবধরনের অভিযান বন্ধ করা এবং সকল দাবি পূরণ করা ব্যতীত ইসরায়েলি বন্দীদের মুক্তির কোনোও সুযোগ নেই বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
ইসরায়েল হামাসের শক্তি এবং ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ উল্লেখ করে আবু উবায়দা বলেন, দখলদার বাহিনী ফিলিস্তিনিদের নির্মূলের যে হীন চেষ্টা চালিয়েছে, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়নি। তারা আমাদের চিনতে ভুল করেছে।
আবু উবায়দা আরও বলেন,আল কাসামের যোদ্ধারা জায়নবাদী অনুপ্রবেশের সকল পথে পূর্ণ প্রস্তুতিসহ অবস্থান করছে। শত্রুদের কোনো পথ খোলা নেই।

ত্রাণের খাবারের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে গাজার শিশু-কিশোরেরা

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মন্দার ঝুঁকিতে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান সংকটের প্রভাবে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে যুক্তরাজ্যের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো। ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি ক্রমাগত কমছে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদাও। ফলে দেশটির অর্থনীতি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মন্দার মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা।
শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, দেশটির জিডিপি এ বছর সংকুচিত হয়ে মন্দার সৃষ্টি হবে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, তৃতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি প্রায় শূন্য দশমিক ১ শতাংশ কমেছে। এদিকে দেশটির জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো বলছে, ছোট কোম্পানি, ফিল্ম প্রোডাকশন, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিজাইন এবং টেলিকমিউনিকেশন এবং আইটি সেক্টরের ব্যবসা দিনকে দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে।
এদিকে দেশের অর্থনীতির এ পরিস্থিতিতে আবারো চাপে পড়েছে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। তবে এ বছরের সামান্য মন্দা আগামী ২০২৪ সালে যুক্তরজ্যের অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধিকে স্তব্ধ করে রাখবে।

লোহিতসাগরে মার্কিন জোটে যোগ দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

আপনজন ডেস্ক: লোহিত সাগরে নিরাপত্তা রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোটবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। তবে মার্কিন জোটকে সমর্থন দিতে সেনা পাঠালেও এখানে কোনো যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে না অস্ট্রেলিয়া। বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন অস্ট্রেলীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রিচার্ড মার্লেস। খবর আনাদুলু ও আল-জাজিরার। রিচার্ড মার্লেস বলেন, 'না, আমরা জাহাজ বা বিমান পাঠাব না। আমরা সম্মিলিত সামুদ্রিক বাহিনীতে আমাদের অবদান প্রায় তিনগুণ বাড়িয়ে দেব। এই মুহুর্তে, আমাদের পাঁচজন কর্মী আছে যাদের সম্মিলিত সামুদ্রিক বাহিনীর সদর দপ্তরে এম্বেড করা হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৩ মি.

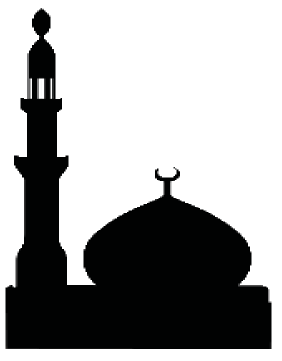

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৭	৬.১৩
যোহর	১১.৪১	
আসর	৩.২৩	
মাগরিব	৫.০৩	
এশা	৬.১৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৫	

পেরুতে সোনার খনিতে দুর্ঘটনা, নিহত ৭

আপনজন ডেস্ক: লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুর দক্ষিণাঞ্চলের একটি সোনার খনিতে দুর্ঘটনায় অন্তত সাতজন শ্রমিক নিহত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। স্থানীয় পুলিশ প্রধান এনরিকে ফেলিপে মনরয় জানান, লা রিনকোনাদা শহরের নিকটবর্তী খনিটির দেড় কিলোমিটার গভীরে মৃতদেহগুলো পাওয়া গেছে, তাদের শরীরে জখমের চিহ্ন ছিল। প্রাথমিক সাক্ষ্যপ্রমাণে খনিটিতে একটি ধসের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

ফের পেছালো গাজায় সহায়তা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে ভোট

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর অবিরাম হামলায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় সহায়তা জোরদার করা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে নির্ধারিত ভোটাভুটি আরো এক দিন পিছিয়েছে। শুক্রবার এই ভোটাভুটি হবে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
প্রতিবেদনে জানানো হয়, প্রায় দুই সপ্তাহের আলোচনা ও ভোটাভুটি নিয়ে কয়েক দিনের বিলম্বের পর গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সমঝোতা হয়েছে। এরমধ্য দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্যোগে তৈরি করা খসড়া প্রস্তাবটি পাস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কূটনৈতিক টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে গত কিছুদিনে ম্যানহাটনে রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে কয়েকবারই ভোটাভুটি স্থগিত করতে হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন সদস্য এবং ইসরায়েলের মিত্র দেশ যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া অনুযায়ী প্রস্তাবে সংশোধনী আনা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এখন বলছে, তারা প্রস্তাবে সমর্থন দেবে। সংশোধিত এ প্রস্তাবে এখন আর গাজায় ২৩ লাখ মানুষের জন্য সহায়তা সরবরাহের ক্ষেত্রে ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণ কমানো যায়নি।
মিশর থেকে রাফাহ ক্রসিং দিয়ে গাজায় সহায়তা সরবরাহের যে সীমিত কার্যক্রম চলে, সেগুলো পর্যবেক্ষণ করছে ইসরায়েল। কারেম শালম ক্রসিং দিয়েও সহায়তা পৌঁছানোর বিষয়টি নজরদারির আওতায় রেখেছে তারা।

চেক প্রজাতন্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলি, নিহত বেড়ে ১৫

আপনজন ডেস্ক: মধ্য ইউরোপের দেশ চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগের কেন্দ্রস্থলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক হামলার ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৫ জনে দাঁড়িয়েছে। এ হামলায় আরো ২৪ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির পুলিশ ও জরুরি সেবা বিভাগ। বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় দুপুর তিনটার দিকে ইয়ান পালাখ স্কয়ারে চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টি ভবনে এই বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ। বন্দুকধারী পাল্টা গুলিতে নিহত হয়েছে। চেক প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলা। এক সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ এবং নগর কর্তৃপক্ষ জানায়, বন্দুকধারী ওই ফ্যাকাল্টিরই একজন ছাত্র ছিল। ২৪ বছর বয়সী ওই ছাত্র এসেছিলেন প্রাগের ২১ কিলোমিটার দূরের একটি গ্রাম থেকে। তার বাবাকে বৃহস্পতিবার সকালের দিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বন্দুকধারী কেন এমন কাণ্ড ঘটালেন, তার উদ্দেশ্য কী ছিল তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
কর্তৃপক্ষ জানায়, ঘটনার পর গোটা পালাখ স্কয়ারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশের কয়েকটি সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
গণমাধ্যমে ঘটনাস্থলে থাকা এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, তিনি হঠাৎ করেই গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছেন। আরেকজন জানান, তিনি চারটি গুলির শব্দ শুনেছেন। সবাই ছুটোছুটি করে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছিল।

ইসরায়েলের স্পেশাল ফোর্সের ১১ সেনাকে মূহুর্তেই উড়িয়ে দিল হামাস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় হামাস যোদ্ধাদের মেশিন গানে উড়ে গেল ইসরায়েলের স্পেশাল ফোর্সের ১১ সেনা। গাজার উত্তরাঞ্চলের আল-তুয়াম এলাকায় দুই পক্ষের তুমুল লড়াইয়ে নিহত হয় তারা।
বৃহস্পতিবার মেসেজিং অ্যাপ 'টেলিগ্রামে' দেওয়া এক বিবৃতিতে হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসেম ব্রিগেডস এই দাবি করেছে। গত ৭ অক্টোবর হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। প্রায় তিন মাস ধরে চলা এই যুদ্ধে গত ২৮ অক্টোবর যোগ দেয় ইসরায়েলের স্থল বাহিনী। তারা গাজায় ঢুকে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তবে এসব সেনা হামাসের যোদ্ধাদেরও তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ছে।
এর আগে বৃহস্পতিবার হামাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ৭২ ঘণ্টায় তাদের হামলায় ২৫ সেনা প্রাণ হারিয়েছেন।
এদিকে, ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) তথ্যানুযায়ী, গাজায় স্থল হামলা শুরুর পর তাদের ১৩৭ সেনা নিহত হয়েছে। তবে এ সংখ্যা অনেক বেশি বলে দাবি হামাসের।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৮ বর্ষ, ৩৪৫ সংখ্যা, ৬ পৌষ ১৪৩০, ৯ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সত্য বলাটাই উত্তম

ইহা ঠিক যে, মিথ্যা বলিবার সাময়িক কিছু সুবিধা রহিয়াছে; কিন্তু ইহার সবচাইতে বড় অসুবিধা হইল–ইহা স্লো পয়জনের মতো, ধীরে ধীরে সুদূরপ্রসারী ক্ষতি করে। এই জন্য ইংরেজি প্রবাদেই বলা হইয়াছে–অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। কেন 'অনেস্টি' বেস্ট পলিসি–তাহা বুঝিতে 'বুদ্ধিমান' হইতে হয় না। অথচ আমাদের সমাজ এমনভাবে তৈরি হইয়াছে যে, এইখানে 'সত্য' বলাটাকে বোকামির লক্ষণ হিসাবে গণ্য করা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর ব্রিটিশ লেখক স্যামুয়েল রাওল্যান্ডও বলিয়াছিলেন, 'ছোট এবং বোকারাই সাধারণত সত্য কথা বলিয়া থাকে।' কিন্তু সততাই যদি সর্বোত্কৃষ্ট পন্থা হয়, তাহা হইলে আমরা বরং বলিতে পারি–বোকারাই মিথ্যা বলে। মিথ্যার মাধ্যমে তাহারা তাত্ক্ষণিক লাভ করিবার সুযোগ খোঁজাটা নিতান্তই চাতুর্যতা। তবে বাঙালিরা তাত্ক্ষণিক লাভেই বিশ্বাসী। হাজার বত্সর পূর্বে ওমর খৈয়াম বলিয়াছিলেন–'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও/ বাকির খাতা শূন্য থাক/ দূরের বাদ্য লাভ কী শুনে/ মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।' (কাজী নজরুল ইসলাম অনূদিত)। সুতরাং বাঙালি নগদ লাভে বিশ্বাসী। ইহা ভয়ংকর। বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকাইলে বিস্ময়ের সহিত লক্ষ করা যায়–তাহারা চোখের উপর চোখ রাখিয়াও মিথ্যা বলিতে দ্বিধা করে না। মিথ্যা বলিতে তাহাদের বুক এবং চোখের পাতা কাঁপে না। 'লাই ডিটেক্টর' দিয়া টেস্ট করাইলেও হয়তো দেখা যাইবে, বাঙালির মিথ্যা তাহাতে ধরা পড়িতেছে না। মিথ্যা বলিবার সময় তাহার হার্টবিট বাড়িতেছে না, গলা শুকাইতেছে না, কথা জড়াইতেছে না। কী অপূর্ব দক্ষতায় সত্যের মতো করিয়া মিথ্যা বলিতে পারে!

এই চাতুর্যতা কখনো একটি জাতির মঙ্গল আনিতে পারে না। কারণ, মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী যেই কার্যপ্রণালি নির্ধারিত হয়, তাহাতে বড় ভুল হয়। যিনি যেই পদের জন্য উপযুক্ত নহেন, তাহার উচিত নহে নিজেকে উপযুক্ত হিসাবে 'ভান' করা। যিনি যেই কাজ পারিবেন না, কেন তিনি মিথ্যার আশ্রয় লইয়া তাহা করিতে যাইবেন? মহান দার্শনিক সক্রেটিস বলিয়া গিয়াছেন–'সত্যপ্রীতি বিজ্ঞতার লক্ষণ'; কিন্তু আমরা কয়জন 'বিজ্ঞ' হইতে চাই? বাঙালিরা সকল কিছু জানিয়া-শুনিয়াই চালাক হইতে চাহে। এই জন্য চাতুর্যতা তাহার রান্ধ্রে রন্ধ্রে। যদি সে 'মিথ্যা' না বলে, তাহা হইলে সে 'অর্ধসত্য' বলিবে, তবু সহজে 'সত্য' বলিবে না। বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন বলিয়াছেন–অর্ধসত্য কথা বলাটাও মিথ্যার নামান্তর। অনেকে অবশ্য মনে করেন, অর্ধসত্য মিথ্যার চাইতেও ভয়ংকর; কিন্তু কেন বাঙালির এত মিথ্যাপ্রীতি? মনস্তত্ত্ববিদরা বলিয়া থাকেন, মানুষের মনোবিকাশে শৈশব ও কৈশোরের গুরুত্ব অপরিসীম। যেই শিশু বা কিশোর দেখিতেছে যে তাহার পিতা অনিয়ম-দুর্নীতি করিয়া অর্থের পাহাড় তৈরি করিতেছে, তাহার মধ্যে কী করিয়া নীতিবোধ তৈরি হইবে? অথচ আমাদের আদর্শলিপি কিংবা ধর্মগ্রন্থসমূহে সত্ পথে চলিবার এবং চুরি না করিবার অসংখ্য নীতিবাক্য রহিয়াছে। হজরত আলী (রা.) বলিয়াছেন, 'যাহা সত্য নহে তাহা কখনো মুখে আনিও না। তাহা হইলে তোমার সত্য কথাকেও লোকে অসত্য বলিয়া মনে করিবে।' দুর্নীতি কিংবা চুরি করা অর্থ তো হারাম। কোনো ব্যক্তি যদি হারাম কোনো বস্তুকে হারাম মনে করিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহার কবিরা গুনাহ হইবে। আবার যদি হারাম বস্তুকে হালাল মনে করিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরিণতি হইবে আরো ভয়াবহ। আখিরাতে সরাসরি জাহান্নাম। এই কথা জানা থাকিলে কাহারা এবং কেন চুরি ও দুর্নীতি করে? মিথ্যার আশ্রয় লয়? আসলে সত্য কথা বলা মানে দায়িত্বশীলতা। অধিকাংশ বাঙালিই দায়িত্বশীল হইতে শিখে নাই। ইহা দুঃখজনক।

মিথ্যার আরো একটি বিপদ হইল–মিথ্যা বলিবার জন্য অনেক অধিক মানসিক শক্তি খরচ করিতে হয়। এই জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলিয়াছিলেন, 'সফল মিথ্যুক হইবার জন্য কাহারোই পর্যাপ্ত স্মরণশক্তি নাই।' যেইহেতু কাহারোই এমন স্মরণশক্তি নাই এবং মিথ্যা বলিবার এত শত বিপদ। সুতরাং সকল দিক দিয়াই সত্য বলাটাই উত্তম। এই জন্য মিথ্যাশ্রয়ীদের নিকট হইতে নগদ পাইলেই তাহা হাত পাতিয়া লইতে নাই। উহা আখেরে ক্ষতিরই কারণ হইবে।

• • • • • • • • • • • •

কেন আমি এআইয়ের ভবিষ্যত নিয়ে আশাবাদী

এ বছর প্রথম বারের মতো আমার কাজের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করেছি। আমি বিশ্বাস করি, অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে আমরা এখন একটা বিশাল প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এটা একাধারে উত্তেজনাপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর সময়। এআই সামনের দিনগুলোতে কেমন রূপ নেবে, তা একদমই অনিশ্চিত। তবে একটা বিষয় আগের চেয়ে পরিষ্কার যে, এআই ভবিষ্যতে আমাদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রোডাক্টিভিটি ছাড়াও অজানা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। আমি সর্বদা একটা নীতিতে বিশ্বাস করি–উদ্ভাবনই অগ্রগতির চাবিকাঠি। লিখেছেন **বিল গেটস**।

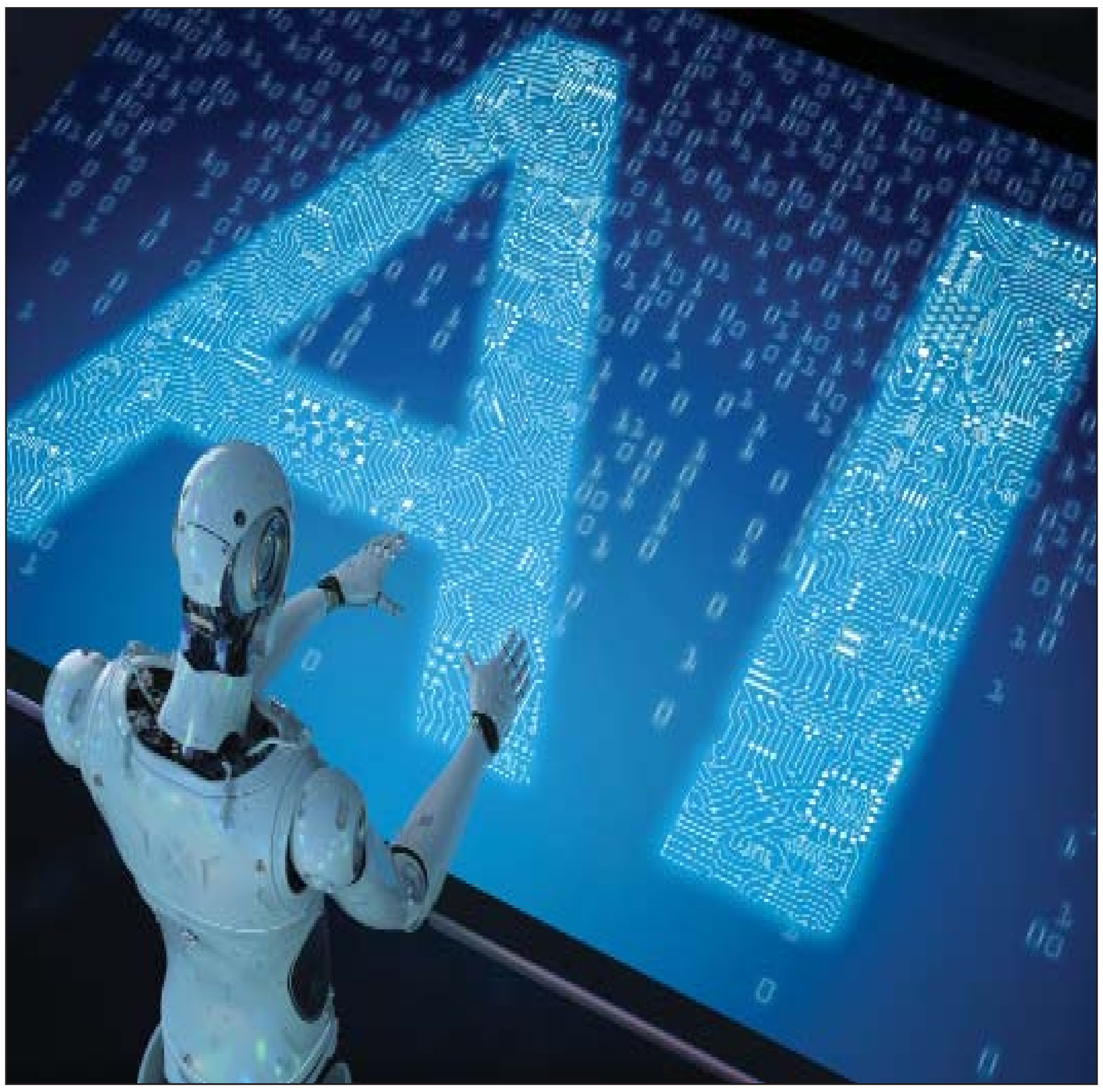

এ বছর প্রথম বারের মতো আমার কাজের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করেছি। আমি বিশ্বাস করি, অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে আমরা এখন একটা বিশাল প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এটা একাধারে উত্তেজনাপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর সময়। এআই সামনের দিনগুলোতে কেমন রূপ নেবে, তা একদমই অনিশ্চিত। তবে একটা বিষয় আগের চেয়ে পরিষ্কার যে, এআই ভবিষ্যতে আমাদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রোডাক্টিভিটি ছাড়াও অজানা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। আমি সর্বদা একটা নীতিতে বিশ্বাস করি–উদ্ভাবনই অগ্রগতির চাবিকাঠি। এজন্য আমি মাইক্রোসফট শুরু করেছি। এ কারণেই মেলিন্ডা ও আমি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে গেটস ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছি। আর এ কারণেই গত শতাব্দীতে বিশ্ব জুড়ে জীবনযাত্রার মান কিছুটা হলেও উন্নত হয়েছে বলে আমার ধারণা।

২০০০ সালের পর থেকে বিশ্বে পাঁচ বছর বয়সের আগেই মারা যাওয়া শিশুদের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক কমে গেছে। উদ্ভাবন এই সাফল্যের পেছনে বড় একটা কারণ।

বিজ্ঞানীরা ভ্যাকসিন তৈরির নতুন নতুন উপায় নিয়ে এসেছেন, যা আগের চেয়ে অনেক দ্রুত, সস্তা এবং নিরাপদও বটে। তারা বিভিন্ন ধরনের ডেলিভারি মেকানিজম তৈরি করেছেন, যার কল্যাণে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্গম জায়গাগুলোতেও ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। এর ফলে আরও বেশি বাচ্চাদের কাছে জরুরি সরবরাহ পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। তারা নতুন ভ্যাকসিন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, যা শিশুদের রোটাভাইরাসের মতো মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা করছে।

আমাদের এই বিশ্বে সম্পদ বেশ সীমিত। এমতাবস্থায় আমাদের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। ব্যয়কৃত প্রতিটি ডলার থেকে সর্বাধিক লাভের চাবিকাঠি হলো উদ্ভাবন। এই মুহূর্তে এআই এমন গতিতে নতুন আবিষ্কারের হারকে ত্বরান্বিত করে চলেছে, যা আমরা এর আগে কখনো দেখিনি। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সাফল্যগুলোর মধ্যে একটা হলো নতুন ওষুধ তৈরি করা। এআই প্রযুক্তি ওষুধ আবিষ্কারের প্রক্রিয়ার গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে এবং কিছু কোম্পানি ইতিমধ্যে এই প্রযুক্তির সাহায্যে ক্যানসারের ওষুধ নিয়ে কাজ করছে। গেটস ফাউন্ডেশন এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এইডস, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার মতো স্বাস্থ্যসমস্যা মোকাবিলার জন্য কাজ করছে। আমার ধারণা, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এআই বিপুল সম্ভাবনা বয়ে আনবে। আমি সম্প্রতি সেনেগাল ভ্রমণের সময় উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেশ কয়েক জন উদ্ভাবকের সঙ্গে দেখা করেছি। তারা তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের লোকদের উপকার করার উদ্দেশ্যে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণাকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের বেশির ভাগ কাজ এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তবে আশা করা যায়, চলতি দশক শেষ হওয়ার আগেই তারা অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

তারা কত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন, তা দেখে আমি অবাক না হয়ে পারি না। আমি যে দলগুলোর সঙ্গে দেখা করেছি, তারা গবেষণা করছে এআই কীভাবে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে, মানুষ কীভাবে তাদের এইচআইভির ঝুঁকি আরো ভালোভাবে মূল্যায়ন করতে পারবে, স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে চিকিত্সা তথ্য কীভাবে আরো সহজলভ্য করে তোলা সম্ভব। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উদ্ভাবকেরা যেভাবে তাদের দেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন, তা দেখে আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছি। ভারতে প্রতি দুই মিনিটে একজন নারী সন্তান প্রসবের সময় বা গর্ভাবস্থায় মারা যান। ভারতের একটা দল এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের চেষ্টা করছে। 'এআরএমএমএএন'-এর বৃহত্ ভাষার মডেল একদিন উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভধারণের চিকিত্সা করা স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সহ-পাইলট হিসেবে কাজ করবে। এটা ইংরেজি ও তেলেগু উভয় ভাষাতেই ব্যবহার করা যেতে পারে। এর সবচেয়ে ভালো দিক হলো এটার ইউজার ইন্টারফেস এতটাই সহজ যে, কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই যে কেউ এটা ব্যবহার করতে পারবে। এ ধরনের প্রকল্পের জন্য আমাদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। আমাদের সামনে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন :গুণমান ঠিক রেখে কীভাবে এই প্রযুক্তি বৃহত্ সংখ্যায় উত্পাদন করা সম্ভব এবং কীভাবে সেগুলো সময়ের সঙ্গে আপডেট করা যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত গবেষণা ও তহবিল প্রয়োজন।

এই মুহূর্তে এআই এমন গতিতে নতুন আবিষ্কারের হারকে ত্বরান্বিত করে চলেছে, যা আমরা এর আগে কখনো দেখিনি। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সাফল্যগুলোর মধ্যে একটা হলো নতুন ওষুধ তৈরি করা। এআই প্রযুক্তি ওষুধ আবিষ্কারের প্রক্রিয়ার গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে এবং কিছু কোম্পানি ইতিমধ্যে এই প্রযুক্তির সাহায্যে ক্যানসারের ওষুধ নিয়ে কাজ করছে। গেটস ফাউন্ডেশন এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এইডস, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার মতো স্বাস্থ্যসমস্যা মোকাবিলার জন্য কাজ করছে। আমার ধারণা, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এআই বিপুল সম্ভাবনা বয়ে আনবে।

এসব ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আমাদের এআই থেকে উদ্ভূত কিছু বিস্তৃত ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে কীভাবে পক্ষপাত ও হ্যালুসিনেশন প্রতিরোধ করা যায়। হ্যালুসিনেশন বলতে সেই সময়কে বোঝায়, যখন একটা এআই সিস্টেম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এমন কিছু দাবি করে, যা সত্য নয়। চিকিত্সার ক্ষেত্রে এআই ভুল তথ্য প্রদান করলে মানুষের মৃত্যুর ঝুঁকি তৈরি হয়। যদিও কিছু গবেষক মনে করেন, 'হ্যালুসিনেশন এআই প্রযুক্তির অন্তর্নিহিত সমস্যা। তবে এ ব্যাপারে আমি একমত নই। আমি আশাবাদী যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এআই মডেলগুলোকে মিথ্যা থেকে সত্যকে আলাদা করতে শেখানো সম্ভব। ওপেন এআই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এআই প্রযুক্তি যাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হচ্ছে, তারা যেন এর সঠিক ব্যবহার করতে পারে, সেটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমি 'সোমানাসি' নামক একটা এআইভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে যে এআইভিত্তিক শিক্ষা সরঞ্জাম পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলো সত্যিই চমকপ্রদ। কারণ সেগুলো প্রতিটি স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীর জন্য তৈরি করা হয়েছে। সোমানাসি শব্দের অর্থ 'একসঙ্গে শিখুন'। কেনিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য এই প্রযুক্তি বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এটা স্থানীয় পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট মাথায় রাখা হয়েছে, যেন শিক্ষার্থীরা এটা ব্যবহার করার সময় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

আমি অনেক গবেষক দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছি, যারা কীভাবে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে নতুন প্রযুক্তি স্থাপন করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা করছেন। আমরা যদি এখন স্মার্ট খাতে বিনিয়োগ করি, তাহলে এআই ভবিষ্যতে বৈষম্য দূর করে বিশ্বকে আরো ন্যায়সংগত করে তুলতে পারবে। অনেক সময় লক্ষ করা যায়, একটা ধনী দেশ এই মুহূর্তে যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, তা দরিদ্র দেশের হাতে যেতে কয়েক বছর সময় লেগে যায়। এআই প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে এই ব্যবধান কয়েক মাসে নামিয়ে আনা সম্ভব। এআই প্রযুক্তি যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে ধারণা করা যায়, তিন বছরের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, এই যাত্রা আমাদের জন্য মোটেও সহজ হবে না।

এই ব্যবধান কমানো সম্ভব হলে বিশ্ব জুড়ে বৈষম্য ঘোচানোর পথ অনেক সহজ হয়ে যাবে। এমন চ্যালেঞ্জিং সময়েও আমি আশাবাদী, এআই ব্যবহার করে ভবিষ্যত্ পরিবর্তনকারী প্রযুক্তি তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, যাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজন।

লেখক: বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের সহসভাপতি এবং ব্রেকথ্রু এনার্জির প্রতিষ্ঠাতা। সিএনএন থেকে অনুবাদ:

গাজা যুদ্ধ

বিবিসির বিশ্লেষণ

৭ অক্টোবর পর থেকে গাজায় কমপক্ষে ২০ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, সাত দিনের যুদ্ধবিরতি বাদে, সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০০ জন নিহত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক জরুরি পরিচালক রিচার্ড ব্রেনান বলেছেন, তিনি এই হতাহতের পরিসংখ্যানকে বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে করেন।

গাজার চিকিৎসকরা বলছেন, মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হতে পারে। কারণ ধ্বংস হয়ে যাওয়া ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচে থাকা মৃতদেহগুলো হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব হয়নি। বিবিসি পরিসংখ্যানগুলো বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে এবং অন্যান্য সংঘাতের সঙ্গে তুলনা করে দেখেছে।

ব্যাপক মৃত্যু

বিশ্বজুড়ে সংঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা যাচাই করেন এমন একজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মাইকেল স্পাগাট বলেছেন,'হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা অসাধারণভাবে বেশি।' তিনি বলেন, 'গাজায় ২০০৮ পর্যন্ত যত যুদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে এই যুদ্ধে মানুষ নির্বিচারে হত্যার শিকার হয়েছে।' বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামরিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে তারা জানতে পেরেছে, ইসরায়েলের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের বোমা এই সংঘর্ষে প্রাণহানির সংখ্যার জন্য সরাসরি দায়ি। এদের মধ্যে কিছু বোমা প্রায় ১০০ পাউন্ড এবং অন্যগুলো ২ হাজার পাউন্ডের মতো বড়। পেন্টাগনের প্রাক্তন সিনিয়র গোয়েন্দা বিশ্লেষক এবং রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধাপরাধের প্রাক্তন তদন্তকারী মার্ক গারলাসকো বলেছেন, "এই বোমার শকওয়েভ ক্ষণে ক্ষণে যদি মাটিকে তরল করে তুলত, তাহলে পৃথিবীতে সার্ফিং করা যেত।"

গাজার জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি তাই মৃত্যুও বেশি হয়েছে। মাত্র ৪১ কিলোমিটার (১৫ মাইল) দীর্ঘ এবং ১০ কিলোমিটার (ছয় মাইল) চওড়া গাজা। সংঘাতের আগে গাজায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে পাঁচ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি মানুষ বসবাস করত। ২০১১ এবং ২০২১ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী সংঘাতে জনবহুল এই এলাকায় বিস্ফোরক অস্ত্র ব্যবহার করে, গড়ে ৯০ শতাংশ বেসামরিক মানুষ হতাহত করেছে ইসরায়েল। সশস্ত্র সহিংসতার ওপর গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি গ্রুপ অ্যাকশন এই তথ্য জানিয়েছে।

মার্কিন গোয়েন্দাদের মূল্যায়ন অনুসারে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এবং ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ইসরায়েল গাজায় ২৯ হাজারের বেশি বোমা ফেলেছিল, যার মধ্যে ৪০-৪৫ শতাংশ ছিল অনির্দেশিত। সিএনএন এই মূল্যায়নটি যাচাই করে দেখেছে। ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) বলেছে, তারা বেসামরিক জনগণের ক্ষতি এড়াতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই সতর্কতার মধ্যে ছিল হামলার আগে বেসামরিকদের জানানো। ইসরায়েলে এখনও জোর দিয়ে বলেছে, বেসামরিক মানুষ হত্যার ক্ষেত্রে তার রেকর্ড অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংঘাতের তুলনায় ভাল। তারা বলেছে, 'আমরা যখন অপ্রত্যাশিত বেসামরিক উপস্থিতি দেখতে পাই তখন আক্রমণ বন্ধ করে দিই। আমরা প্রতিটি লক্ষ্যবস্তুর জন্য সঠিক যুদ্ধাস্ত্র বেছে নিই। যাতে অপ্রত্যাশিত ক্ষতি এড়ানো যায়।' ইসরায়েল আরো বলেছে, হামাস গাজার বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে।

কতজন বেসামরিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে?

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, বর্তমান সংঘাতে গাজায় নিহতদের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী ও শিশু। গত ১৯ ডিসেম্বর হামাসের সরকারি মিডিয়া অফিস জানায়, ১৯ হাজার ৬৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। যেখানে ৮ হাজারের বেশি শিশু এবং ৬ হাজার ২০০ জন নারী। আরো বলা হয়েছে, ৩১০ জন চিকিৎসা কর্মী, ৩৫ জন বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মী এবং ৯৭ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। যারা সবাই বেসামরিক নাগরিক।

যুদ্ধ গাজার শিশুদের ওপর বিশেষভাবে বিধ্বংসী একটি প্রভাব ফেলছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২২ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, এই অঞ্চলের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার বয়স ১৮ বছরের কম। এ পর্যন্ত সংঘর্ষে ৫২ হাজার মানুষ আহত হয়েছে বলে ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। আহত শিশুর কোনো নতুন পরিসংখ্যান না থাকলেও, ৩ নভেম্বরে ২৪ হাজার ১৭৪ জন আহত হয়েছে। যার মধ্যে ৮ হাজার ৬৭ শিশু, ৫ হাজার ৯৬০ জন নারী এবং ১০ হাজার ১৪৬ জন পুরুষ রয়েছেন।

রাষ্ট্রসংঘের শিশু সংস্থা ইউনিসেফের মতে, গাজা এখন শিশুদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা। মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার ইউনিসেফের আঞ্চলিক পরিচালক অ্যাডেল খোদর বলেছেন, "সব আশেপাশের এলাকা, যেখানে শিশুরা খেলত, স্কুলে যেত তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেখানে কোনো জীবর নেই।"

গাহজা যুদ্ধের সঙ্গে অন্য যুদ্ধের তুলনা

প্রতিটি সংঘাত বা যুদ্ধ ভিন্ন, লড়ায়ের ধরনও ভিন্ন। তবে বিবিসি বিশেষজ্ঞরা একমত যে, গাজায় হত্যার হার সাম্প্রতিক যে কোনো যুদ্ধের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। ২০১৪ সাল থেকে যুদ্ধ এবং সংঘাতে বেসামরিক মৃত্যুর ওপর নজর রাখছে এমন একটি সংস্থা এয়ারওয়ারসের এমিলি ট্রিপ বলেছেন, "আমরা বেসামরিক মৃত্যুর যা সংখ্যা দেখছি, তা ইতিমধ্যেই আমাদের নথিভুক্ত করা যে কোনো সংখ্যার হারকে ছাড়িয়ে গেছে।" পেন্টাগনের প্রাক্তন গোয়েন্দা বিশ্লেষক মার্ক গারলাসকো বলেছেন, 'একটি ছোট জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ব্যবহৃত উচ্চ মাত্রার বিস্ফোরকগুলো আঘাত হেনেছে। এই যুদ্ধের একটি তুলনামূলক উদাহরণ হতে পারে ভিয়েতনাম যুদ্ধ। যেখানে ১৯৭২ সালে প্রায় ২০ হাজার টন বোমা ফেলা হয়েছিল। সেই বোমা হামলায় আনুমানিক এক হাজার ৬০০ ভিয়েতনামের নাগরিক নিহত হয়েছিল। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতে, ২০১৭ সালে সিরিয়ার রাক্কা শহর থেকে আইএসকে তাড়ানোর জন্য চার মাসের অভিযানের সময়, মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের বিমান ও কামান হামলায় প্রতিদিন গড়ে ২০ জনেরও কম বেসামরিক লোক নিহত হয়েছিল। সেই সময়ে সেখানে কতজন বেসামরিক লোক বাস করত তা স্পষ্ট নয়। তবে রাষ্ট্রসংঘের কর্মকর্তাদের ধারণা, ৫০ হাজার থেকে এক লাখের মধ্যে ছিল। এক লাখ ৬০ হাজারের বেশি বেসামরিক মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছিল তখন।

একটি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস তদন্ত জানিয়েছে, ২০১৭ সালে শেষ হওয়া ইরাকি শহর মসুলে মার্কিন সমর্থিত ইরাকি বাহিনী এবং আইএস-এর মধ্যে নয় মাসব্যাপী যুদ্ধে ৯ হাজার থেকে ১১ হাজার বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছিল। যা গড়ে প্রতিদিন আনুমানিক ৪০ জনের কম। ২০১৪ সালে আইএস যখন শহরটি দখল করে, তখন মসুলের আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল দুই মিলিয়নেরও কম। ইউক্রেন যুদ্ধের প্রায় দুই বছর পার হলো। রাষ্ট্রসংঘ ধারণা করছে, যুদ্ধে কমপক্ষে ১০ হাজার বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ মিশনও সতর্ক করেছে, প্রয়োজনীয় তথ্য, নানা চ্যালেঞ্জ এবং সময়ের কারণে গাজায় প্রকৃত মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হতে পারে। বিবিসর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিভিন্ন সংঘর্ষে হতাহতের হার তুলনা করা কঠিন। কারণ মৃত্যুর সংখ্যা গণনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

কতজন হামাস যোদ্ধা নিহত হয়েছে?

হামাসকে ইসরায়েলি ও যুক্তরাজ্য সরকার সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ধরে। ইসরায়েল বলেছে তাদের লক্ষ্য হামাসকে ধ্বংস করা। কিন্তু যুদ্ধে কতজন হামাস সদস্যকে হত্যা করেছে তা স্পষ্ট করে বলেনি। কর্মকর্তারা এর আগে বলেছিল, হাজার আবার বলেছিল, ৭ হাজার। সরাসরি জিজ্ঞাসা করা হলে ইসরায়েলি সামরিক বাহীনি বলেছিল, 'হামাস সন্ত্রাসীদের কতজন নিহত হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা তাদের কাছে নেই।'

বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ইসরায়েলের সিনিয়র কর্মকর্তারা জানান, ইসরায়েল প্রতি একজন হামাস যোদ্ধার জন্য দুইজন ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে। আইডিএফ-এর মুখপাত্র জোনাথন কনরিকাস সিএনএন-এর কাছে এই অনুপাতটিকে 'অত্যন্ত ইতিবাচক' বলে বর্ণনা করেছেন। বিবিসি নিহত যোদ্ধাদের সংখ্যা যাচাইয়ের সুস্পষ্ট পদ্ধতি বের করতে পারেনি। অধ্যাপক মাইকেল স্পাগাট বলেছেন, নিহতদের মধ্যে ৮০ শতাংশ বেসামরিক হলে তিনি অবাক হবেন না। তিনি আরো বলেন, আইডিএফ বিশদ বিবরণ এবং কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই নিহত হামাস যোদ্ধাদের সংখ্যা বলে যাচ্ছে। ইরাক যুদ্ধে মৃত্যুর সংখ্যা পর্যবেক্ষণ করেছে এমন একটি সংস্থা, ইরাক বডি কাউন্টের হামিত দারদাগান এবং জন স্লোবোদা বলেছেন, 'গাজায় নিহত বেসামরিকদের মধ্যে কতজন হামাস যোদ্ধা তার নির্ভরযোগ্য কোনো পরিসংখ্যান নেই।'

প্রথম নজর

শহরে বয়স্ক মানুষ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য চালু হচ্ছে ‘নগর বন্ধু’ অ্যাপ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আমরা আমাদের কিছু অ্যাসেসমেন্ট-এ একটু পরিবর্তন আনছি। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কথা জানান, কলকাতা পৌরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। যখনই সি সি-র জন্য আবেদন জানাবে তখন ডেভলপার জানাবে যে কাকে সে বিক্রি করেছে। আমরা তখনই ডেভলপারের নামে মিউটেশন করে দেব। যদি সে পাওয়ার অফ এটর্নি নিয়ে আসবে তার নামে মিউটেশন করে দেওয়া হবে। যদি ডেভেলপার কোনো নির্মাণ ঝুলিয়ে রাখে তাহলে কর দিতে হবে। আর একটা নতুন স্কিম আসছে। তাদের বাড়িতে পৌর কর্মীরা যাবে বয়স্ক মানুষের জন্য বা প্রতিবন্ধীদের জন্য নগর বন্ধু স্কীম চালু করা হচ্ছে। কলকাতা পৌর কর্মীরা যাবে সেটা করে দেবে। 8335999111 এই নম্বর চ্যাটবট করে কলকাতা পৌর সংস্থার সমস্ত পরিষেবা এই নগর বন্ধু অ্যাপ থেকে পাওয়া যাবে। ১৫ নম্বর বোরোতে কত পুকুর ছিল। একসপ্তাহের মধ্যে কত পুকুর আছে। কি অবস্থায় আছে তার সমস্ত বিবরণ আমার টেবিলে দিতে হবে। সাংবাদিকদের মেয়র জানান, অ্যাসেসমেন্ট বিভাগ গিয়ে এরিয়া ম্যাপ করে আগামী শুক্রবার সমস্ত রিপোর্ট আমার কাছে দিতে হবে। আমি অনুরোধ করছি ১৫ নম্বর বোরোর গ্যাস চেম্বার হয়ে যাচ্ছে। আমরা আগে নতুন পুকুরকে বাঁচাই। তার পরে পুরনোটা খুঁড়ে বার করব। যারা পরিবেশ নষ্ট করবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করব বলে হুঁশিয়ারি মেয়রের। তিনি বলেন, বোরো ১৫ একটা অসভ্যতা হয়েছিল। সব বোরোতে অ্যাসেসমেন্ট বিভাগ রেকর্ড দেখছে। পুলিশ আমাকে খুব সাহায্য করেছে। আমাদের রাস্তায় নামতে হচ্ছে কারণ সব জায়গায় মানুষ সচেতন নয়। পুলিশও আমার নাগরিক আর সাধারণ মানুষও আমাদের নাগরিক। তাই আমাকে মেয়র হিসাবে আমাকে নাগরিকদের পথ দেখতে হবে। অশত্থ গাছ কাটা নিয়ে একটা সমস্যা হচ্ছে। কারণ গাছ কাটা নিয়ে অনুমতি নিতে হবে। তার পরে পূজো করে গাছ কাটা হতে পারে।আসলে যারা নাটক করতে চায় তারা নাটক করছে। তারা বামফ্রন্টের সময় বেশি ডিএ পেতেন। যারা নাটক করছে। তবে বেশিভাগ কর্মচারীরা কাজ করছে।

নতুন বছরে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে নবাবদের ওয়াসেফ মঞ্জিল

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বছরের শেষে সর্বসাধারণের জন্য খুলে যাবে মুর্শিদাবাদের ওয়াসেফ মঞ্জিল বা নিউ প্যালেস। পর্যটনের মরশুমে আইন বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তরের যৌথ প্রচেষ্টায় নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে নিউ প্যালেস। নবাবী দিনের বহু দলীল-দস্তাবেজ সহ ইতিহাসের বিভিন্ন সামগ্রী সংরক্ষণ করা রয়েছে এই প্যালেসে।

নবাব পরিবার সূত্রে খবর, উনবিংশ শতকের শেষ দিকে একটি তিনতলা প্রাসাদ ছিল কেল্লা নিজামত চত্বরে। ১৮৯৭ সালের ২রা জুন ভয়াবহ ভূমিকম্পে সেই প্রাসাদ টি ভেঙে পড়ে। নবাব স্যার ওয়াসেফ আলী মির্জা নতুন একটি প্রাসাদ তৈরি করার পরিকল্পনা করেন। সেই পরিকল্পনা থেকে উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ভেঙ্গে পড়া প্রাসাদের উপরেই শুরু হয় নতুন প্রাসাদ তৈরির কাজ। বিংশ শতকের প্রথম দিকে ১৯০৩-১৯০৪ সাল নাগাদ ওয়াসেফ মঞ্জিলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। প্রথমে এর নাম রাখা হয়েছিল ভিক্টোরিয়া হাউস। পরবর্তীতে ওয়াসিফ আলী মির্জার মায়ের পরামর্শ মত নিজের নামে ওয়াসেফ মঞ্জিল নামে প্রাসাদের নামকরণ করেন। হাজারদুয়ারির পরে নতুন একটি প্রাসাদ নির্মাণ হওয়ায় ব্রিটিশরা একে নিউ প্যালেস বলতো। প্রথমদিকে সেই প্রাসাদে বসবাস করতেন নবাব ওয়াসেফ আলী মির্জা। ১৯৩০ নাগাদ তিনি কলকাতাতে চলে যান।

ইতিহাসবিদদের মতে, নবাব ওয়াসেফ আলী মির্জা খরচ করতে ভালবাসতেন, তাই বিভিন্ন জায়গায় ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। পরে সরকার তার সমস্ত কিছু বাজেয়াপ্ত করে এবং সমস্ত সম্পত্তির উপর এস্টেট ম্যানেজারকে দায়িত্বে রাখা হয়। এখনো পর্যন্ত একজন সরকারি আধিকারিক সেই এস্টেট ম্যানেজার পদে বহাল রয়েছেন।

ওয়াসেফ মঞ্জিলে একটা সময় বসবাস করেছেন বর্তমান মুর্শিদাবাদের ছোটে নবাব সৈয়দ রেজা আলী মির্জা সহ তার পরিবার। কিন্তু ১৯৮০ সাল বা তার পরবর্তী সময় তারাও সেই প্রাসাদটি ছেড়ে দেন। বর্তমানে সেই প্রাসাদ নিয়ে এস্টেটের সঙ্গে নবাব পরিবারের উচ্চ আদালতে মামলা চলছে। ২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তরের হাতে যায় ওয়াসেফ মঞ্জিল। নবাবী আমলের বিভিন্ন দলিল, দস্তাবেজ এবং ইতিহাসের বিভিন্ন সামগ্রী প্রদর্শনীর জন্য জাদুঘর হিসেবে ব্যবহার করা হতো ওয়াসিফ মঞ্জিলকে। কিন্তু বছর কয়েক ধরে তা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রায় পাঁচ বছর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর এবং আইন বিভাগের বা এস্টেটের যৌথ প্রচেষ্টায় নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে ওয়াসেফ মঞ্জিল বা নিউ প্যালেস। পুরনো দিনের সেই সমস্ত দলিল দস্তাবেজ এবং নবাবী আমলের বিভিন্ন ইতিহাসের সামগ্রী আবারও পরিদর্শন করতে পারবেন পর্যটকরা। মুর্শিদাবাদ এস্টেটের এস্টেট ম্যানেজার দেবব্রত রায় বলেন, ‘বছর শেষ হওয়ার আগেই মাননীয় জেলা শাসক মহাশয়ের নির্দেশ মতো আমরা সর্বসাধারণের জন্য ওয়াসেফ মঞ্জিল খুলে দিচ্ছি। পর্যটকেরা বিভিন্ন পর্যটনস্থল ভ্রমণের পাশাপাশি ওয়াসেফ মঞ্জিল পরিদর্শন করতে পারবেন এবার থেকে।’

অন্যদিকে ডিসেম্বরের শেষ দিকে ওয়াসেফ মঞ্জিলকে আলোর রসনায় নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। নিউ প্যালেসের সামনে থাকা মাঠের জঙ্গল পুরোপুরি পরিষ্কার করা হয়েছে। ডিসেম্বরের শেষে সর্ব সাধারণের জন্য এই প্রাসাদ খুলে দেওয়া হবে।

ফিরহাদের উর্দু মন্তব্যে ক্ষোভ ‘বাংলা পক্ষ’র

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ফিরহাদের বক্তব্য ছিল “একদিন বাংলায় ৫০% মানুষ উর্দু বলবে”। এর তীব্র বিরোধিতা করেছে বাংলা পক্ষ সংগঠনসংগঠনের পক্ষে বলা হয়েছে,উর্দু মানেই মুসলমানের ভাষা নয়। যে বাংলায় ৯৫%শতাংশ মুসলমান জাতি বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলে সেখানে এই বক্তব্য কুরুচিপূর্ণ এবং রাজ্যে বিরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করবে বলে অভিযোগ করেছে। ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্যের ঘোর বিরোধিতা করে সংগঠনের তরফে বুধবার রানুছায়া মঞ্চে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বাংলা পক্ষর সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষ পরিষদ সদস্য কৌশিক মাইতি, অরিন্দম চ্যাটার্জী, সৌম্য কান্তি ঘোড়াই, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদক প্রবাল চক্রবর্তী প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সরকারি ফিতের ফাঁস খুলতে লেগে গেল ৬ মাস

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: সরকারি ফিতের ফাঁস খুলতে লেগে গেল পুরো ছয়টা মাস।ছয় মাস পরে নিয়োগপত্র পাচ্ছেন ডাকাত ধরতে গিয়ে খুন হওয়া সিভিক ভলান্টিয়ার মমিনুল হকের স্ত্রী মেহেনোজ খাতুন। চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুন্ডু জানিয়েছেন,শনিবার মেহেনাজকে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব।এমন কি শুক্রবার চাঁচল-২ ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী মৃত মমিনুলের বাড়িতে গিয়ে তার বাবা-মায়ের বার্ধক্য ভাতা এবং তার স্ত্রীর বিধবা ভাতা চালুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।প্রসঙ্গত,মাস ছয়েক আগে চাঁচল থানার মালতিপুরে একটি সোনার দোকানে ভর সন্ধ্যায় ডাকাতির ঘটনা ঘটে।সেই সময় মালতীপুর চৌমাথা মোড়ে ট্রাফিকের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন মমিনুল। ডাকাতির খবর পেয়ে চাঁচল থানায় খবর দেওয়ার পাশাপাশি ডাকাত ধরতে এগিয়ে যান তিনি। কিন্তু নিরস্ত্র মমিনুলকে গুলি করে মারে ডাকাতেরা। এরপর বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় সেই ডাকার দল। অবশেষে ছয় মাস পরে প্রশাসনের তরফে সহযোগিতা পাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মমিনুলের অসহায় পরিবার।

কেন্দ্র ও রাজ্যের বিরুদ্ধে বারুইপুরে ইনসাফ যাত্রা বাম যুব সংগঠনের

মোমিন আলি লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার বারুইপুর মহাকুমার অন্তর্গত বারুইপুর থানার বারুইপুর পশ্চিম বিধান সভার অন্তর্গত বারুইপুরে রেলময়দানে ডি ওয়াই এফ আই এর ডাকে সব হাতে কাজের দাবিতে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ইনসাফ চাইতে আজ মিনাক্ষী মুখ্যার্জী উপস্থিতে বারুইপুর রেলওয়ে ময়দানে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ৫০ দিন ধরে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বঞ্চনার বিরুদ্ধে ইনসাফ চাইতে সূদুর কোচবিহার জেলায় থেকে ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা বাংলার বাঘীনি মিনাক্ষী মুখ্যার্জী সহ একাধিক জেলা এবং রাজ্য স্তরে বিভিন্ন নেতা নেতৃত্বেরা। মিনাক্ষী মুখ্যার্জী কে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন আপনাদের এই অভিযান কিসের জন্য তিনি উত্তরে বলেন আমাদের ন্যায্য অধিকার, তার দাবি জানাতে আজ ৫০ দিন যাবত সূদুর কোচবিহার জেলা থেকে আজ বারুইপুর রেলওয়ে ময়দানে থেকে যাদব পুর পর্যন্ত পথসভা। গতকাল আমতলা থেকে বারুইপুর পর্যন্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।৭ ই জানুয়ারি বিগ্রেড অভিযান।আজ বারুইপুর রেলওয়ে ময়দানে মিনাক্ষী মুখ্যার্জী পথসভায় প্রায় ২০ থেকে ৩০ হাজার নেতা নেতৃত্বরা এই পথসভায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার থেকে শুরু হওয়া ইনসাফ যাত্রার শেষ দিনে অর্থাৎ ৫০ তম দিনে বারুইপুর থেকে মিছিল শুরু করলেন ডি ওয়াই এফ আই এর রাজ্যের সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী, সুজন চক্রবর্তীরা।শুক্রবার বারুইপুর স্টেশন সংলগ্ন মাঠ থেকে শুরু হয় এই মিছিল।বারুইপুর শহর,পদ্মপুকুর হয়ে রওনা দেয় যাদবপুরে উদ্দেশ্যে।দলের কর্মী সমর্থকরাও পায়ে পা মেলান।

ডিব্রুগড়ে গরিবদের পাশে ইমদাদ ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডিব্রুগড়

আপনজন: আসামের ডিব্রুগড়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জাকাত এন্ড ইমদাদ ফাউন্ডেশন ২০১০ সাল থেকে সমাজের দুস্থ লোকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করে আসছে। সেইসঙ্গে স্কুল, কলেজ, মেডিকেল এবং আইন অধ্যয়ন করা দুস্ত ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনার খরচ বহন করার সঙ্গে চিকিৎসা সেবা, বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়ার পাশাপাশি রেকশা, ঠেলা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য করে আসছে। এরমধ্যে জাকাতের অর্থ মুসলিমদের মধ্যো বিতরণের সংগে ইমদাদ ফাউন্ডেশনের অর্থ থেকে সমাজের অন্যান্য জাতি ধর্মের মধ্যে সময়ে সময়ে বিতরণ করে আসছে গত ২০১০ সাল থেকে।

এরই জেরে ডিব্রুগড় শহরের পল্টন বাজারে অবস্থিত অফিসে অনুষ্ঠিত এই জাকাত এবং ইমদাদ ফাউণ্ডেচনের অনুষ্ঠানে এই সামগ্রী সমূহ বিতরণ করা হয় এক নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। এছারাও ৮০ জন দুস্থদের কম্বল বিতরণ করা হয়।

ডা. সাজিদ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক নাসির সুলতান, উপ সভাপতি সেহির আহমদ, সহ সম্পাদক নাসিমুল গণি, ডাঃ আহমেদউল্লা খান, নাজির হুসেইন সাবরি, এম হাসিম আলী, দিয়ান উদ্দীন আহমেদ, আব্দুল সাজিদ, জুনাইদ আহমদ, আব্দুল খালেক, নারউল আখতার হুসেইন, নাসির আহমেদ সহ অন্যান্য সদস্যরা।দারিদ্র সীমার নীচের থাকা ব্যক্তিদের জাকাত এণ্ড ইমদাদের অর্থ এবং সামগ্রী প্রদান করা হয়ে থাকে বলে ট্রাষ্টি সদস্য এম হাসিম আলী জানান।

সংখ্যালঘু দিবস রায়দিঘীর কলেজে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● রায়দিঘী

আপনজন: সংখ্যালঘু অধিকার দিবস পালিত হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের রায়দিঘী কলেজর আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস ভবনের সভাকক্ষে।

২২ ডিসেম্বর ২০২৩, শুক্রবার দিবস টি উৎযাপন করে কলেজটি। এদিন প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও নাজির হোসেন ও বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ডিএসপি আতিয়া রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কলেজটির ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং সংখ্যালঘু কল্যাণ সেল-এর আহ্বায়ক ডক্টর জাহান আলি পুরকাইত। সভাপতির বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শশবিন্দু জানা। এছাড়াও এদিন বক্তব্য রাখেন ডক্টর শিশির চ্যাটার্জি, ডক্টর অরুনিমা বিশ্বাস, অধ্যাপক সনত কুমার পুরকাইত, অধ্যাপক সবিতা সরেন, অধ্যাপক শীতল সিংহ, অধ্যাপক আবুল কাসেম, অধ্যাপক আশরাফুল আলম প্রমুখ।

নানা দাবিতে পঞ্চায়েতে তালা দিয়ে বিক্ষোভ আদিবাসীদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: পানীয়জল ও রাস্তা সহ একাধিক দাবীতে পঞ্চায়েতে তালা দিয়ে বিক্ষোভ আদিবাসীদের।এই ঘটনায় সম্পূর্ণ দায়ী পঞ্চায়েত প্রধান,দাবি তৃণমূলের জেলা কমিটির সদস্যর। শুক্রবার মানকানালী গ্রাম পঞ্চায়েতের গেটে তালা ঝুলিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখন ধনশিমুল গ্রামের আদিবাসী মানুষ জন। পানীয় জলের টিউবওয়েল, রাস্তা সহ একাধিক সমস্যার কথা বারে বারে পঞ্চায়েত থেকে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে জানিও লাভ হয়নি কিছুই। আবশেষে গ্রামে পানীয়জলের টিউবওয়েল বসলেও নিদিষ্ট জায়গা থেকে অনেক দূরে। এর পরেই ক্ষোভ বারে এলাকার মানুষের।সকাল থেকে পঞ্চায়েতর গেটে তালা ঝুলিয়ে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখায় আদিবাসী মানুষ জন। তবে এই ঘটনাতে সম্পূর্ণ ভাবে পঞ্চায়েত প্রধান কে দায়ী করেছেন স্হানীয় জেলা নেতৃত্ব।প্রধান নিজেদের দলের লোকজন দের দিয়ে ঠিকাদারি কাজ করাচ্ছেন।আর ঠিকাদার দলের প্রভাব খাটিয়ে,কেনও আলোচনা ছাড়ায় নিজের মতকরে কাজ করার ফলে এই ঘটনা।নিজের উপরে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান।

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বদিউর রহমানের অবদান নিয়ে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার আয়োজিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্র-প্রাক্তনী সমন্বয় পরিষদের উদ্যোগে এবং আলীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক সেমিনার। “আরবি ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের প্রয়াত অধ্যাপক ড. বদিউর রহমানের বিশেষ উল্লেখসহ বাংলার আরবি শিক্ষাবিদদের অবদান” শীর্ষক এই সেমিনারে বাংলাভাষীদের পাশাপাশি অন্যান্য দেশ ও রাজ্য থেকে উৎসুক ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও অধ্যাপকদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক স্তরের এই কর্মযজ্ঞের প্রধান পৃষ্ঠপোষক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ফারসী বিভাগের অধ্যাপক তথা ছাত্র-প্রাক্তনী সমন্বয় পরিষদের পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ডঃ মোঃ ইশারত আলী মোল্লার (প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান) এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক স্বপন কুমার প্রামাণিক উপস্থিতিতে মূলপর্বের শুভারম্ভ হয় কুরআন পাঠের মাধ্যমে। সূচনালগ্নে আরবী সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক মোহাঃ সানাউল্লাহ নাদবী তাঁর ‘কী-নোট অ্যাড্রেসে’ বলেন - ভারতবর্ষে বানিজ্যিক মাধ্যমে এবং সুফি আন্দোলনের মাধ্যমে আরবী ভাষার ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। বাংলার অসংখ্য শিক্ষাবিদ আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অবদান রেখেছেন তন্মধ্যে ওবাইদুল্লা ওবাইদি সহ প্রয়াত অধ্যাপক বদিউর রহমানের নাম উল্লেখ করেন। তিনি বলেন অধ্যাপক ডঃ বদিউর রহমান কুড়িটি জার্নালে গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশ করেন। অধ্যাপক স্বপন কুমার প্রামাণিক বলেন অধ্যাপক বদিউর রহমান ছিলেন আমার খুব ঘনিষ্ঠ। তাঁর কন্যা মারা যাওয়ার পর তিনি কেমন যেন বদলে গিয়েছিলেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে আরবী ভাষা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তার কাছ থেকে আরবী ও ফারসি ভাষা সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান অর্জন করেছেন।

এই আন্তর্জাতিক সেমিনারে ‘গেস্ট অফ অনার’ হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন আলীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সোস্যাল সাইন্স এবং হিউম্যানিটিজ বিভাগের ডীন অধ্যাপক ডঃ মসিহুর রহমান। তিনি বলেন আমার শিক্ষক এবং সুপারভাইজার ছিলেন অধ্যাপক বদিউর রহমান তাঁর মত মহানুভব, উদার শিক্ষাবিদ খুব ছিলেন। গেস্ট অফ অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ, লাইব্রেরি এবং ইনফরমেশন সাইন্স ও জার্নালিজম বিভাগের ডীন অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তী। তিনি বলেন তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তার বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি। এই আন্তর্জাতিক সেমিনারের সভাপতি সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সত্যজিৎ লায়েক বলেন ১৮৮৯ সাল থেকে আমাদের পরিচয়, তিনি যেমন ফিগার এর দিক দিয়ে লম্বা তার থেকে ও বড় ছিল তার হৃদয়।অধ্যাপক বদিউর রহমানের সহপাঠী সৈয়দ আব্দুল আজিজ স্মৃতিচারনা করতে গিয়ে বলেন তাঁর মত রসিক এবং সৎ বন্ধু আমার লাইফে দেখিনি।

তাঁর ভাগ্নে ডঃ ইমতিয়াজ বলেন তিনি প্রথম দিকে আরবী ভাষা নিয়ে পড়তে সম্মত ছিলেন না পরে অবশ্য তিনি পরিবারের পীড়াপীড়িতে আরবী ভাষা নিয়ে পড়া শুরু করেছিলেন।

তাঁর ভাই ডঃ লুৎফর রহমান বলেন তিনি ছিলেন পিতা মাতার অত্যন্ত অনুগত। তাছাড়া উল্লেখ্য যে অধ্যাপক মোঃ বদিউর রহমান এর আরবী সাহিত্যে অবদানের উপর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ের মোট ১২ জন স্কলার রিসার্চ পেপার উপস্থাপন করেছেন।

অনন্যা নারী সম্মাননা

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে চাতক ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে তানিয়া রহমত ‘চাতক অনন্যা নারী সম্মাননা’ গ্রহণ করছেন ইতিহাস বেত্তা খাজিম আহমেদের হাত থেকে। সঙ্গে রয়েছেন শিক্ষাব্রতী সমাজসেবী মুর্শিদা খাতুন। তানিয়া রহমত মালদা জেলার কন্যা। চূড়ান্ত প্রতিকূলতার মধ্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষা জগতে একটি নজির স্থাপন করেছেন। তিনি শিক্ষারত্নও অর্জন করেন। সরকারি স্তরে তিনি একজন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষক। তিনি দায়িত্বশীল একজন শিক্ষা অনুপ্রেরক।

পুরুলিয়া বিজ্ঞান কেন্দ্রে গণিত দিবস পালন

নায়ীমুল হক ● পুরুলিয়া

আপনজন: গণিতের বিস্ময়কর প্রতিভা রামানুজনের জন্মদিন ২২ ডিসেম্বর উপলক্ষে সারাদেশে পালিত হয় জাতীয় দিবস এর রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতেও তা পালিত হয়েছে যথাযোগ্য মর্যাদায়।

পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রেও এদিন সাড়ম্বরে পালিত হল গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের জন্মদিন। গণিতের জাদুকর রামানুজনের মূর্তিতে মাল্যদান করেন পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কংগ্রেসের ডিরেক্টর ডক্টর ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় এবং বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার পক্ষে জয়দেব দে। জেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ডক্টর ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় শ্রীনিবাস রামানুজনের গণিতের প্রতি আগ্রহ এবং তার গণিত চর্চা ছাত্র-ছাত্রী এবং উপস্থিত অভিভাবকদের সামনে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রছাত্রীরা পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের নানা কর্ম কাণ্ড অতি উৎসাহের সঙ্গে ঘুরে দেখে।

পরীক্ষার ফল প্রকাশ

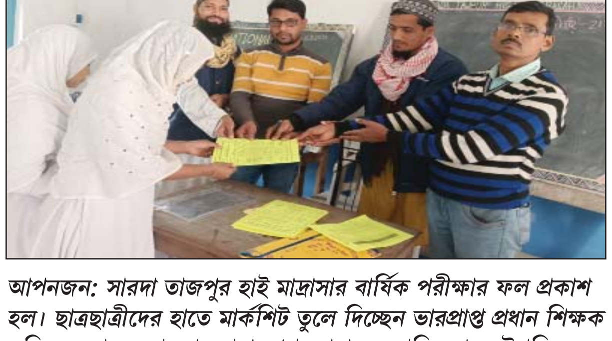

আপনজন: সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসার বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হল। ছাত্রছাত্রীদের হাতে মার্কশিট তুলে দিচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুজিত কুমার বেরা, মাওলানা শেখ মোহাম্মদ কালিমুল্লাহ। উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা পরিচালন সমিতির সদস্য মারিয়াম হোসেন খাঁন।

পুড়ে ছাই ৭টি দোকান

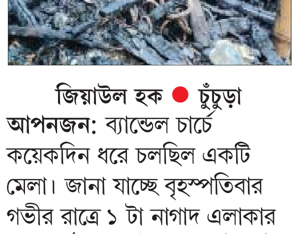

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: ব্যান্ডেল চার্চে কয়েকদিন ধরে চলছিল একটি মেলা। জানা যাচ্ছে বৃহস্পতিবার গভীর রাত্রে ১ টা নাগাদ এলাকার মানুষ হঠাৎ করেই দেখে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে কয়েকটি দোকানে, যার মধ্যে বেশিরভাগই খেলনা, ইমিটেশন ও চশমার দোকান। এলাকার মানুষ বেরিয়ে একটি খাল থেকে জল দিয়ে সেই আগুন নেবার চেষ্টা করে, ততক্ষণে পুড়ে ছাই প্রায় সাত সাতটি দোকান।

উরাওয়া রেডকে হারিয়ে তৃতীয় আল আহলি

আপনজ ডেস্ক: জাপানের ক্লাব উরাওয়া রেড ডায়মন্ডসকে হারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপে তৃতীয় হয়েছে মিশরীয় ক্লাব আল আহলি। স্থান নির্ধারণী লড়াইয়ে ছয় গোলের থ্রিলারে আল আহলি ৪-২ ব্যবধানে হারিয়েছে উরাওয়া রেডকে। দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে সমতা ফিরিয়েও শেষ হাসিটা হাসতে পারেনি জাপানের ক্লাবটি। প্রথমার্ধের পঁচিশ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আল আহলি।

১৯ থেকে ২৫-ছয় মিনিটের ব্যবধানে আহলির হয়ে গোল করেন ইয়াসের ইব্রাহিম এবং পার্সি টাউ। তখন হয়তো মিশরীয় ক্লাবটির সহজ জয়ের কথা ভাবছিলেন কেউ কেউ।কিন্তু দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই গোল শোধ দিয়ে স্কোর ২-২ করে ফেলে খেলা জমিয়ে তোলে জাপানিজ ক্লাবটি।

প্রথমার্ধের শেষ দিকে জোসে কান্টে ব্যবধান কমানোর পর ৫৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে লক্ষ্যভেদ করে উরাওয়া রেডের হয়ে সমতা ফেরান আলেকজান্ডার স্কোলজ।

তাদের উচ্ছাস অবশ্য মিলিয়েও যায় দ্রুত। ছয় মিনিট পর আবার ম্যাচে এগিয়ে যায় আল আহলি। গোলদাতা? উরাওয়া রেডের ইয়োশিও কোইজুমি!

অবাক হওয়ার কিছু নেই, উরাওয়া রেডের এই খেলোয়াড় নিজেদের জালে বল জড়ালে স্কোর হয় ৩-২! এরপর ৯৮ মিনিটে আলী মালুউলের গোলে ম্যাচটা ৪-২ ব্যবধানে জিতেছে আল আহলি। প্রথম ক্লাব হিসাবে ক্লাব বিশ্বকাপে চারবার ব্রোঞ্জ পদক জিতল মিসরীয় ক্লাবটি।

রাত ১২ টায় ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেসের মুখোমুখি হবে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি।

দলে নেওয়ায় চেন্নাইকে মোস্তাফিজের ধন্যবাদ

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে এবারও দল পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। তাঁকে দুই কোটি ভিত্তিমূল্যে দলে নিয়েছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংস। এবার বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে আইপিএলে খেলবেন এই পেসার। চেন্নাই তাঁকে দলে নেওয়ায় একটি ভিডিও বার্তায় চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ধন্যবাদ দিয়েছেন মোস্তাফিজ। চেন্নাইয়ের একজন সদস্য হতে পেরে নিজের রোমাঞ্চের কথাও জানিয়েছেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চেন্নাইয়ের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে মোস্তাফিজকে বলতে শোনা যায়, 'আসসালামু আলাইকুম। আমি মোস্তাফিজুর রহমান। সিএসকে পরিবারকে ধন্যবাদ আমাকে সিএসকে পরিবারের সদস্য বানানোর জন্য। সিএসকে পরিবারের সদস্য হতে পেরে আমি খুবই রোমাঞ্চিত। খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে।'

চেন্নাই সুপার কিংস হতে যাচ্ছে আইপিএলে মোস্তাফিজের পঞ্চম ফ্র্যাঞ্চাইজি। এর আগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, রাজস্থান রয়্যালস ও দিল্লি ক্যাপিটালসে খেলছেন ২৮ বছর বয়সী পেসার। সব মিলিয়ে ৪৮ ম্যাচে ৭.৯৩ ইকোনমি রেটে ৪৭ উইকেট নিয়েছেন।

২০১৬ ও ২০২১ আসর বাদ দিলে কোনো মৌসুমেই ৮টির বেশি ম্যাচ খেলতে পারেননি মোস্তাফিজ। দলের কম্বিনেশনের কারণে বেঞ্চ গরম করতে হয়েছে। আইপিএলের সর্বশেষ মৌসুমেও দিল্লির হয়ে ম্যাচ খেলেছেন মাত্র ২টি। এবার কি আইপিএলে পুরোনো মোস্তাফিজকে দেখা যাবে?

যদিও একাদশে জায়গা পেতে মোস্তাফিজকে কঠিন লড়াই করতে হবে। কারণ, বিদেশি পেসার হিসেবে চেন্নাইয়ের প্রথম পছন্দ শ্রীলঙ্কার মাতিশা পাতিরানা। এ ছাড়া এই দলে আছেন মহীশ তিকশানা, মিচেল স্যান্টনার, ডেভন কনওয়ে, ড্যারেল মিচেল, মঈন আলী, রাচিন রবীন্দ্রর মতো বিদেশি ক্রিকেটার।

আইসিসির নিয়ম বুঝতে পারছেন না খাজা, জানালেন দাবির কথা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে কালো আর্মব্যান্ড পরার কারণে আইসিসি কেন তাঁকে ভর্ৎসনা করবে, ব্যাপারটি বুঝতে পারছেন না উসমান খাজা। এর আগেও খেলোয়াড়েরা আইসিসির অনুমোদন ছাড়াই এমন কাজ করলেও কাউকে শাস্তি দেওয়া হয়নি, এমন উল্লেখ করে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান বলেছেন–আইসিসি যাতে সবার জন্য ব্যাপারটি ন্যায্য ও ধারাবাহিক করে, সে দাবি তুলবেন তিনি। তবে বক্সিং ডে টেস্টে আর আর্মব্যান্ড পরবেন না বলেও জানিয়েছেন খাজা। পার্থ টেস্টের অনুশীলনে জুতায় 'স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার' এবং 'প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান'–এমন স্লোগান লিখলেও শাস্তির মুখে পরবেন বলে টেপ দিয়ে সেসব ঢেকে দিয়েছিলেন খাজা। তবে এরপর কালো আর্মব্যান্ড পরে নেমেছিলেন। এ ক্ষেত্রে আইসিসির অনুমোদন নেওয়া হয়নি, যেটি নিয়মের লঙ্ঘন বলে তাঁকে ভর্ৎসনা করে আইসিসি। আজ মেলবোর্নে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার এক অনুষ্ঠানে এ ব্যাপারে কথা বলেন খাজা। খাজা জানিয়েছেন, মানবতার ব্যাপারে তাঁর যা উপলব্ধি, শুধু সেটিই জানাতে চেয়েছেন। এর বাইরে গোপন কোনো 'অ্যাজেন্ডা' নেই তাঁর। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার বলেছেন, 'আমার কোনো অ্যাজেন্ডা নেই, শুধু নিজে যে ব্যাপারে আবেগী ও কঠোর, সেসব ব্যাপারে আলোকপাত করেছি শুধু।' এরপর খাজা বলেন, 'আমি এটি যথাসম্ভব সম্মানসূচক উপায়েই করার চেষ্টা করছি। জুতায় যা লিখেছি, বেশ কিছু দিন ধরেই সেটি ভেবেছি। আমি নিশ্চিত করেছি, যাতে জনসংখ্যার একটা অংশ, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস ও সম্প্রদায়ের কাউকে যাতে বাদ না দিই। এ কারণে ধর্মকে টানিনি। আমি মানবতার কথা বলছি। এটিই সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।'

পার্থ টেস্টে কালো বাহুবন্ধনী পরে খেলতে নেমেছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার উসমান খাজা

পার্থ টেস্টে কালো বাহুবন্ধনী পরে খেলতে নেমেছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার উসমান খাজাএক্স

কেন এমন করছেন, সে ব্যাখ্যাও আরেকবার দিয়েছেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান, 'কারণ এটি আমাকে কঠোরভাবে আঘাত করেছে। আজ সকালেই নিককে (হকলি; ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী) বলেছি, যখন আমি ইনস্টাগ্রামে দেখি, আমি দেখি শিশুদের, নিরীহ শিশুদের, তাদের মৃত্যুর ভিডিও। এটিই আমাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছে।'

আবেগতাড়িত খাজা এরপর বলেন, 'আমি শুধু আমার ছোট মেয়ের কথা ভাবি। এটি নিয়ে কথা বলতে আসলে আবেগী হয়ে যাচ্ছি। আমার কাছে এটিই কারণ। আমার গোপন কোনো অ্যাজেন্ডা নেই, আমি কিছু পাব না। আমার শুধু মনে হচ্ছে, এ নিয়ে কথা বলাটা আমার দায়িত্ব।'

সবার জন্য সমান অধিকারের কথাও আরেকবার বলেছেন তিনি, 'আমরা এ সুন্দর দেশে বাস করি। অস্ট্রেলিয়ায় বাস করতে পারাটা আমার জন্য আশীর্বাদ। আমি বাইরে হাঁটতে পারি (মুক্তভাবে) কোনো কিছু না ভেবেই। আমার সন্তানেরাও তা করতে পারে, আমি শুধু বাকি বিশ্বের জন্যও এমনটি চাই।' আইসিসি এরপরও কেন তাঁকে ভর্ৎসনা করবে, খাজা সেটিই বুঝতে পারছেন না, 'আইসিসি আমাকে (পার্থ টেস্টের) দ্বিতীয় দিনই জিজ্ঞাসা করেছে, কালো আর্মব্যান্ড কেন? আমি বলেছি, এটি ব্যক্তিগত শোকের কারণে। এর বাইরে কিছু বলিনি। জুতার ব্যাপারটি ভিন্ন ছিল, সেটি বলতেই পারি। কিন্তু আর্মব্যান্ডের (কারণে ভর্ৎসনার) ব্যাপারটি বুঝতে পারছি না কোনোভাবেই।'

অতীতেও এমন ঘটনার উদাহরণ আছে, মনে করিয়ে খাজা বলেন, 'আমি সব নিয়মই মেনেছি আর অতীতেও এমন ঘটনা আছে–ব্যাটে কেউ স্টিকার লাগিয়েছে, জুতায় নাম লিখেছে। অতীতে এমনটা করা হয়েছে আইসিসির অনুমতি ছাড়াই এবং ভর্ৎসনাও শুনতে হয়নি কাউকে। আমি আইসিসিকে সম্মান জানাই, তাদের যা নিয়ম আছে, সেগুলোকেও। আমি তাদের বলব, দাবি জানাব আমার দিক থেকে। আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ধরে রাখা হয়নি।'

এদিকে আইসিসির নিয়মের প্রতি সম্মান জানিয়ে হকলি বলেছেন, খাজা নিজের অনুভূতি কীভাবে ব্যক্ত করতে পারেন, সে ব্যাপারে একটি উপায় বের করতে চান তাঁরা, 'এটি এখন আইসিসির বিবেচনা। আরও দূরে গড়ানোর আগে কী ফল আসে, সেটি দেখতে অপেক্ষা করব আমরা।'

স্পিন আর হোপে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের 'হ্যাটট্রিক'

আপনজ ডেস্ক: ক্রিস ওকসকে পয়েন্টের ওপর দিয়ে মারা শাই হোপের ছক্কার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ডাগআউটে উদ্‌যাপনটাই বলে দিচ্ছিল, জয়টা ক্যারিবীয়দের কাছে বিশেষ কিছু। এক সময় ২-০-তে এগিয়ে থাকলেও সিরিজের শেষ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নেমেছিল সে লিডটা খুইয়ে। ত্রিনিদাদে ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডকে ১৩২ রানে থামিয়েও পথ হারাতে ধরেছিল তারা। তবে 'কুল' থেকেছেন হোপ, তাঁর ৪৩ বলে ৪৩ রানের ইনিংসই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এনে দিয়েছে ৪ উইকেটের জয়।

এই জয়ের ভিতটা গড়ে দিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই বাঁহাতি স্পিনার–গুড়াকেশ মোতি ও আকিল হোসেইন। দুজন মিলে ৮ ওভারে দেন মাত্র ৪৩ রান, নেন ৫ উইকেট। পাওয়ারপ্লেতে আকিল আর পরে মোতি লাগাম পরিয়ে রাখেন আগের ম্যাচেই ২৬৭ রান তোলা ইংলিশদের। ঠিক নিজেদের উপযোগী উইকেট না হলেও হোপ ধরে রাখেন ইনিংস। তাতেই টানা তৃতীয় সিরিজ জয় নিশ্চিত হয় তাদের। এ বছর দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতের পর ইংল্যান্ডকে হারাল তারা, নিজেদের ইতিহাসেই প্রথমবারের মতো কমপক্ষে দুটি ম্যাচের তিনটি সিরিজ টানা জিতল ক্যারিবীয়রা।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা ইংল্যান্ড প্রথম ধাক্কা খায় চতুর্থ ওভারে, জেসন হোল্ডারকে স্কুপ করতে গিয়ে ফাইন লেগে জস বাটলার ধরা পড়ায়। সিরিজজুড়েই রান খুঁজে ফেরা উইল জ্যাকস সফল হননি এদিনও। এরপরও পাওয়ারপ্লেতে ২ উইকেট হারিয়ে তারা ৫০ রান তোলে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ফিল সল্টের সৌজন্যে। তবে পাওয়ারপ্লের ঠিক পরের ওভারে মোতিকে ছক্কা মারার ঠিক পরের বলে দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে বোল্ড হন আগের দুই ম্যাচেই শতক পাওয়া এ উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান, ২২ বলে ৩৮ রান করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে 'আনুষ্ঠানিকভাবে' এগিয়ে যায় তাতেই। হ্যারি ব্রুকও ফেরার পর লিয়াম লিভিংস্টোন ও মঈন আলীর জুটি মাঝে একটা ভিত এনে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ইংল্যান্ডকে, কিন্তু অসময়েই থামেন তাঁরা। দুই বাঁহাতি স্পিনারের বিপক্ষে ম্যাচআপ পক্ষে আনতে ব্যাটিং অর্ডারে ভালোই এদিক-ওদিক করে ইংল্যান্ড, কিন্তু সফল হয়নি সে সব। শেষ দিকে আন্দ্রে রাসেল ও জেসন হোল্ডার যথেষ্টর চেয়ে বেশ কম রানেই ইংল্যান্ডকে আটকে রাখা নিশ্চিত করেন।

ম্যাচশেষে বাটলার যেমন বলেছেন, 'কন্ডিশন ভিন্ন ছিল, দ্রুত মানিয়ে নিতে পারিনি। ১৬০ করলে সত্যিই ভালো হতো।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য 'ইউএফসি ফাইটার' হবেন রাসেল

আপনজন ডেস্ক: দুই বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ফেরা আন্দ্রে রাসেলের চোখ ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ৩৫ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার বলেছেন, বিশ্বকাপে ফিটনেসের দিক থেকে ইউএফসি ফাইটার হয়ে উঠতে চান তিনি। আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হবে পরবর্তী বিশ্বকাপ। গত রাতে শেষ হওয়া ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে দুই বছর পর ক্যারিবীয় দলে ফেরেন রাসেল। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাট হাতে অপরাজিত ২৯ রান ও বল হাতে ১৯ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হন তিনি। চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে খেলেন ২৫ বলে ৫১ রানের ইনিংস। সব মিলিয়ে ৫ ইনিংসে ৩৫ গড়ে তোলেন ১০৫ রান, ২৮.১৪ গড়ে নেন ৭ উইকেট। রাসেলের ফেরার সিরিজটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইংল্যান্ডকে হারায় ৩-২ ব্যবধানে। ত্রিনিদাদে সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টির পর ব্রডকাস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইংলিশদের বিপক্ষে সিরিজ জয় নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন রাসেল, 'এই সিরিজ জয়টা অনেক কিছু, যেখানে নিজেকে আমি সামর্থ্যের বেশি দিতে চেয়েছি।' আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর সময় রাসেলের বয়স হবে ৩৬। এখন থেকে ছয় মাস পরের সেই আসরের জন্য রাসেল কতটা ফিট থাকবেন, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি আরও ভালো গঠনে থাকব। দেখতে ইউএফসি ফাইটারের মতো হয়ে উঠব। আমার এখনো ক্রিকেটে অনেক কিছু করার আছে। এটা ভালো। যখন আপনি ক্রিকেট খেলবেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকবেন, শরীরও তখন সচল হয়ে উঠবে। বিশ্বকাপের অপেক্ষায় বাসায় বসে থাকা লাগবে না।' এ বছর ভারতে হয়ে যাওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাদ পড়ে যায় বাছাইপর্বে। তবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের ২০২৪ বিশ্বকাপে তাঁর দল ভালো করবে বলেই আত্মবিশ্বাসী রাসেল, 'আমরা অবশ্যই কিছু দলকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলব।' ওয়েস্ট ইন্ডিজের পরবর্তী টি-টোয়েন্টি অভিযান আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাদের মাটিতে।

মেসির মায়ামিতে এবার সুয়ারেজ

আপনজ ডেস্ক: শেষ পর্যন্ত তাঁদের চাওয়াটা পূরণ হলো! বার্সেলোনায় খেলার সময়েই দুই বন্ধু লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজ চেয়েছিলেন, ক্যারিয়ারের শেষটা একই ক্লাব থেকে করবেন। দুজন মিলে যখন সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারপর কত কিছুই তো ঘটে গেছে। প্রথমে সুয়ারেজকে ছেড়ে দেয় বার্সা, এরপর মেসিকেও। সুয়ারেজ বার্সা ছেড়ে আতলেতিকো মাদ্রিদ ও নাসিওনাল ঘুরে নাম লেখান ব্রাজিলের ক্লাব গ্রেমিওতে। আর মেসি পিএসজি ঘুরে এখন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে আছেন। মেসি মায়ামিতে যাওয়ার পর থেকেই ফুটবল-বিশ্বে গুঞ্জন উঠেছিল, তাঁর পথ ধরে মায়ামিতে যাবেন সুয়ারেজও। কিন্তু এমএলএসের বিদেশি খেলোয়াড়ের নিয়মের ঝামেলার কারণে সেটা হয়ে উঠবে কি না, একটা সময় দেখা দেয় সেই সংশয়। অবশেষে সব সংশয় দূর করে ইন্টার মায়ামিতে সুয়ারেজ। আজ ইন্টার মায়ামি টুইটারে সুয়ারেজকে দলে ভেড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে এভাবে, 'মায়ামির স্বপ্নে স্বাগত সুয়ারেজ।' এটা লিখে নিচে মায়ামির জার্সি পরা চার শিশুর ছবি দিয়েছে তারা। সেই চার শিশুর জার্সির পেছনে লেখা মায়ামির বর্তমান দলের বার্সেলোনার চারজন সাবেক ফুটবলারের নাম–সের্হিও বুসকেতস, জর্দি আলবা, মেসি ও সুয়ারেজ। এমএলএস ওয়েবসাইটের এক খবরে লেখা হয়েছে, সুয়ারেজের সঙ্গে মায়ামির চুক্তিটা এক বছরের।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে যাচ্ছেন ডিন এলগার

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকান অধিনায়ক ও উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান ডিন এলগার। ভারতের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট হবে তাঁর ক্যারিয়ারের শেষ। আগামী ৩ জানুয়ারি কেপটাউনে শুরু হবে সেই ম্যাচ।

ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, লাল বলের কোচ শুকরি কনরাডের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় নেই বলে এলগারকে জানানো হয়েছে।

২০২৪ সালে বিদেশি ক্রিকেটার হিসেবে ইংল্যান্ডের কাউন্টি দল এসেক্সে খেলার কথা আছে এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের।

১২ বছর লম্বা ক্যারিয়ারে ৮৪টি টেস্ট খেলেছেন এলগার। এখন পর্যন্ত ৩৭.২৮ গড়ে ৫১৪৬ রান করেছেন, আছে ১৩টি শতক ও ২৩টি অর্ধশতক। এখন পর্যন্ত তাঁর ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ ১৯৯ রানের ইনিংসটি ছিল ২০১৭ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে। ২০২১ সালের মে থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারির মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৭টি ম্যাচে নেতৃত্ব দেন এলগার।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৭টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন এলগার

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৭টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন এলগারএএফপি

অবসর নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে এক বিবৃতিতে এলগার বলেছেন, 'ক্রিকেট খেলা সব সময়ই আমার স্বপ্ন ছিল, তবে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগের চেয়ে বড় কিছু নেই। আন্তর্জাতিকভাবে ১২ বছর ধরে সেটি করতে পারা আমার খ্যাপাটে স্বপ্নের সীমাতেও পড়ে না। দুর্দান্ত এক ভ্রমণ, যেটি পেয়ে আমি ভাগ্যবান।'এমনিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় না থাকলেও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সফরে দক্ষিণ আফ্রিকার 'মেকশিফট' টেস্ট দলকে নেতৃত্ব দেবেন এলগার, শোনা যাচ্ছিল এমন। সে সিরিজের সময় নিজেদের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগে ব্যস্ত থাকবেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম পছন্দের খেলোয়াড়েরা। তবে এলগারের সে লিগের কোনো দলের সঙ্গে চুক্তি নেই। তবে এলগার অবসরে চলে যাওয়ায় এখন নিল ব্র্যান্ড নিউজিল্যান্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার নেতৃত্বে থাকতে পারেন।

আজ আশরাফ-উন-নিসা এডু-স্পোর্টস একাডেমি তে জাতীয় গণিত দিবস উপলক্ষে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে অংক দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো ও সারা বছরের কাজের উপর শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুরস্কার দেওয়া হলো। উপস্থিত ছিলেন বি ডি ও রাণীনগর ১ সৈকত বিশ্বাস মহাশয়। উনি শিক্ষার্থীদের গণিত ভীতি দূর করে কি ভাবে এগিয়ে যেতে হবে সেই বিষয়ে পরামর্শ দেন। মূল উদ্যোক্তা আমিনুল ইসলাম বলেন শ্রীনাবাস রামানুজন এর জন্মদিবসে এই দিনটিকে জাতীয় গণিত দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**